নিকুঞ্জ-লীলা।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

উৎসর্গপত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্, এ, বি, এল।

মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু —

মহাশয়!—

শ্রীকৃষ্ণ পূজিব বলি, মন সাধে ধরি তুলি,
আঁকিলাম তাঁহার চরণ।
যার বলে লভি বল, জীবের সন্তোষ স্থল,
পাইলাম নাম রত্নধন॥
পাইয়া পরম ধন; কারে কব, কে এমন,
প্রাণধন রক্ষণ করিবে?
কে আশীষ দিবে হায়, প্রাণে প্রাণে ভাবি তাই,
না জানি গো তুমি সখা হবে!
প্রিয়তমা প্রথমেতে, দিল নাম শ্রবণেতে,
"নাচ বনমালি" বলি সুখে।
যে নাম সময় গুণে, নাশি মোহ, মন্দ জ্ঞানে,
আনি দিল হরিলীলা মুখে॥
রচিয়া নিকুঞ্জলীলা, মনে হ'ল ছেলেখেলা,
পূজ্যপাদ দিলাম তোমায়।
যতনে লইলে যত, আশীষে তুষিলে তত,
কি আনন্দে ভাসালে আমায়॥
আজি তব পদ স্মরি, নমি শির নত করি,
আরো দয়া করহ অধমে।
হরি পদে যাহে মন, রহে স্থির সর্ব্বক্ষণ,
পাই যাতে শ্রীহরি চরণে॥

নিকুঞ্জলীলা।

প্রথম সর্গ।

শ্রীরাধিকা।

গহন কাননে, বিজন বিপিনে,
হেরি শ্যাম ধনে তৃষিত নয়নে ;
কোথা বংশীধারী ! বিপিন বিহারী !
দেখা দাও, হরি ! বাঁচাও জীবনে।

চরণ নূপুর, বাজিছে মধুর,
করিছে অস্থির, রাধিকা-মোহন !
বাঁকা শিখিপাখা, ভ্রূনয়ন বাঁকা,
কাল অঙ্গ ঢাঁকা, কাড়িছে জীবন ॥

হরি কল্পতরু, জগতের গুরু,
অন্তঃদেবতা, সুন্দর, সুচারু,
কোটি স্বর্গ যেন, সে চারু চরণ,
দীনের তারণ, দেববেদ গুরু !

কে দেখিবে তাঁরে, নাহি দেখা দিলে,
হৃদয় ভরসা অনন্ত অখিলে ;
সুখ দুঃখ যারে নাহিক পর্শিলে
সে কেমন ধন নয়নে কি মিলে!

নবীন নীরদ কোলেতে চপলা,
আলোকের মালা ধরেছে উজলা,
গরজিছে ঘন, মধুর কেমন,
শ্যাম নব ঘন দেখে কি উতলা!!

ডোবো ডোবো রবি, নিরমল ছবি,
পশ্চিম গগনে কি শোভার খেলা,
অরুণ বরণ, নানারূপ ঘন
কালিমা নীরদ কোলেতে কেমন,
অপূর্ব্ব মাধুরী করি প্রকাশন,
হৃদয় আকুল করিছে এখন ॥

দেখ দেখি সখি কি শোভা গগনে!
হৃদয় বিহারি, বাঁকা বংশীধারী,
নব ঘন মাঝে নাচিছে কেমনে,
কাড়িছে নয়ন কাড়িছে চেতনে!!

গরজিছে ঘন, মধুর কেমন,
বাজিছে মুরলী, কাড়িছে চেতন,

ডাকিছে ত্রিভঙ্গ, করি কত রঙ্গ,
কেমনে পাইব শ্রীমধুসূদন ?

ওই বকাবলি উঠেছে অম্বরে,
নীরদ গলেতে মালা দেছে প'রে,
যেন শ্যাম গলে, বনমালা দোলে,
কিবা কাল অঙ্গে ফুল শোভা ধরে।

হাসিছে অম্বরে চপলা কেমন
মুরারি বাঁশরী শোভিছে যেমন ;
যেন বংশীধারী, রাধা রাধা করি,
প্রেমে মত্ত হয়ে নাচেন যখন।

শূন্যেতে ডাকিছে ময়ূরী চাহিয়ে,
আছ কি মুরারি এস না নাবিয়ে,
বাজাবে মুরলী, নাচিব কেবলি,
দিবে করতালি হরষিত হ'য়ে,
খসিবে কদম্ব আনন্দে গলিয়ে ॥

দেখিতে দেখিতে শ্যাম কোথা গেল,
কাল নিশি আসি কালারে কাড়িল,
কি করি সজনী, বল, গুণমণি—
এ ঘোর নিশিতে কোথা পলাইল,
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ বিষাদে ডুবিল ॥

আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাই,
প্রাণের মুরারি যদি নাহি পাই,
কাল নিশি সাথে মিশ যেন যাই,
লভিতে নারিনু যখন কানাই!

রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিঁট—তাল যৎ।

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জিছে অলি না হেরি হরি রে।
কোথায় খুঁজি হৃদয় চাঁদে বিষাদ পূরি রে!
কালিন্দী কয় কালার কথা সবারি কাণে রে।
ভুবন গায় মাধুরী তার আনন্দ গানে রে।
বিধুর হাসে ভুলায় জ্বালা, তাহারে ভাবি রে।
বিরহ ব্যথা বিসরি হেরি প্রলয় ছবি রে।
কুসুম হাসে মধুর ভাষে হেরিয়া তারে রে।
গোপনে সবে মাধবে লয়ে সুখে বিহরে রে।

ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

নিধু-নিকুঞ্জে রাধা।

নাচে বনমালী, দিয়া করতালি,
রাধা রাধা বলি, নিকুঞ্জ বনে।
যত গোপ নারী, বলে ওগো প্যারি,
চল গিয়া দেখি ত্রিভঙ্গ ধনে॥
ওই বাজে শুন, রুণু রুণু স্বন,
চরণ নূপুর, সোহাগী রাই!
গরবে নীরবে, থাকিলে কি হবে,
পলাবে গো তোর, প্রাণ কানাই॥
ভাল গরবিনী, দেখিতে মানিনী,
পাগলিনী হও, আড়াল হ'লে।
এমন করিলে, শ্যামেরে দেখিলে,
কহে দিব তোর এ রীত ছলে॥
বলিব হে শ্যাম, দেখ রাধা নাম,
করিলে ও মান বাড়িয়া যায়।
দেখনা কেমন, আপনি আপন,
মান ত্যজে সাধে, প্রাণের দায়॥
শুন ওগো প্যারি, তোর শুক শারি,
তোমার মানেতে, সুখী গো নয়।

নিকুঞ্জলীলা।

শ্যামেরে পাইলে, সুখে ভাল মিলে,
শ্যাম কেন গো তোর একাকী রয় ?
পাপিয়া ঝঙ্কারে, কোকিল কুহরে,
না হেরে কালারে, মানিনী রাই।
ভ্রমর নিকরে, নাহিক গুঞ্জরে,
রহে মৌনভরে, দুঃখেতে তাই॥
এ যে বড় দায়, মরি যে লজ্জায়,
আজি এত মান, কিসের থেকে ?
ডাকিছেন হরি, তবু এত ভারি,
কেন গো কিশোরি, মরি যে দেখে॥
মনে তোর নাই, এর চেয়ে রাই,
আর কিবা লাজ, জগতে আছে।
বংশী-রব শুনি, শ্যাম সোহাগিনি !
গিয়াছ সে দিন নিকুঞ্জ মাঝে॥
দেখি বংশীধারী, লুকালো, কিশোরি !
কেমন বিপাকে পড়িলে তবে !
রক্ষ বলে হরি, চীৎকার করি,
বলিলে শ্যামের সতত হবে !

হেথা নবঘন, সুচারু চিকণ,
বন ফুলমালা, দুলায়ে রাই।
আঁকা বাঁকা শ্যাম, সুন্দর সুঠাম,
রাই রাই বলে, দিতেছে তাই॥

আহা দেখি নাই, ওগো শুন রাই,
মধুর মুরতি উজল শোভা।
মরি মরি মরি, ও রাই সুন্দরি!
নূপুরের ধ্বনি, মধুর কিবা!
তোমার মঞ্জীর, মুখর, অধীর,
শুনেছি সতত, ভাল না লাগে।
ত্যজগো মঞ্জীরে, চল ধীরে ধীরে,
শ্যাম নটবরে দেখিবে আগে॥
নাহি জানি শ্যাম, হেলাইয়া বাম,
বাজাছে মুরলী, রাধিকা বলে।
চল গিয়া দেখি, সে বঙ্কিম আঁখি,
অর্পিগে জীবন, চরণ তলে॥
নীলকান্তমণি, সেই চিন্তামণি,
নবীন নীরদ বরণ যার।
হরি বংশীধারী, রাধিকা বিহারী,
বনমালা গলে, মুকুতা হার॥
জগত পূজিত, সদা হরষিত,
গোলোক-বিহারী, বিপিন-বাসী।
চিদানন্দময়, শ্রীপদ অভয়,
ধন্য জন সেই, যে তার আ'শী॥
হেন কথা শুনি, রাধা বিনোদিনী,
ঈষৎ হাসিল, শ্রীকৃষ্ণ স্মরি।
নিকুঞ্জ মাঝারে, পারিজাত হারে,
ছুটিল সুগন্ধ, স্বরগ পুরি॥

কুঞ্জের তিমির, প্রভাতে হাসির,
নিবিড় বিপিনে ধাইল যেন।
কৃষ্ণ সোহাগিনী, ফুল্ল কমলিনী,
ডাকিয়া সখীরে কহিল হেন॥
যাও গো সজনি! শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনি!
যথায় মুরলী করিছে রব।
যাও ত্বরা যাও, যদি কৃষ্ণে চাও,
দেখ গিয়া হরি, সঙ্গিনী সব॥
কিন্তু সখীগণ, শ্রীহরি কারণ,
আমিও কেন গো, ধাইব বনে?
আমারি কারণ, শুন গো বচন,
এসেছেন হরি, এখন বিজনে!
হৃদি পদ্মাসনে, রাখিয়া যতনে,
ভকতি কুসুম প্রদানি সখি।
জগত জীবনে, পূজিয়া নির্জ্জনে,
চরণ কমলে জীবন রাখি॥
দিনবন্ধু হরি, সতত শিহরি,
আমারি প্রেমেতে ব্যাকুল হন।
তাই রাধা বলি, হয়ে কুতূহলী,
আসেন তুষিতে, সহজে মন॥
প্রাণ শ্রীচরণে, ঢেলেছি যতনে,
শ্রীহরি ব্যতীত, কিছু না জানি।
শুক শারি হরি, কিম্বা সহচরী,
কৃষ্ণ ভাবি তাই, কহিগো বাণী॥

নিধুবনে শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ বৃন্দাবন, কৃষ্ণ গোপীগণ,
রাধার জীবন, শ্রীকৃষ্ণ পদ।
কৃষ্ণ বিনা আর, কিছু না রাধার,
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-আনন্দপ্রদ ॥
কেন ধেয়ে যাব, সময় ফুরাব,
তার চেয়ে ধ্যানে হেরি না কেন !
পীতাম্বর হরি, সর্ব্ব রক্ষকারী,
দুর্গতি নাশক, জীবের হেন ॥
বলিয়া কিশোরী, মুখে হরি হরি,
অমনি চেতনা রহিতা হ'ল।
তবে সখীগণ, আনিতে জীবন,
নিকট সরসী কূলেতে গেল ॥
কেহ দুই হাতে, আনিল ত্বরিতে,
পদ্মের সহিত, মৃণাল দল।
কমল আননে, কমল নয়নে,
কমল ডুবায়ে সিঞ্চিল জল ॥
পদ্মপত্র লয়ে, কেহ ব্যস্ত হয়ে,
ব্যজন করিতে লাগিল ক্ষণে।
প্রিয়সখি বলে, ডাকিল সকলে,
বদন ধরিয়া কাতর মনে ॥

নিধুবনে শ্রীকৃষ্ণ।

হেথা নিধুবনে, গভীর নির্জ্জনে,
হরষিত মনে, ভকতে স্মরি।

বংশী বাজাইয়া, শান্তি উছলিয়া,
প্রেমেতে গলিয়া, নাচিছে হরি ॥
ময়ূর ময়ূরী, শুক সহচরী,
কোকিল প্রহরী, সকলি নাচে।
নিধুবন মাঝে, আনন্দ বিরাজে,
প্রফুল্ল সরোজে, ষট্‌পদ সাজে ॥
বিটপী দুলিছে, শিখী নিনাদিছে,
বিহগে করিছে, ললিত রব।
স্থির মৃগকুল, নির্ভয় গোকুল,
আনন্দ অতুল, ভুঞ্জিছে সব ॥
লতিকা নাচিয়া, প্রেমেতে গলিয়া,
পড়িছে ঢলিয়া, পাদপ গায়।
দেখিয়া কমল, হাসিল বিমল,
কুসুমের দল দিতেছে সায় ॥
পুষ্পলতা মিলি, সমীরণে দুলি,
হরিনাম বলি, সাদরে ধরে।
অভেদ অন্তর, সবে একাকার,
লয়ে ব্রজেশ্বর, জীবন হরে ॥

আছে দেবগণ, বেষ্টিত এমন,
সে চন্দ্রবদন, চাহিয়া হেন।
যেন জ্ঞানহারা, পুত্তলি বা করা,
হরি সুধাধারা পিতেছে যেন ॥

নিধুবনে শ্রীকৃষ্ণ।

আহা প্রেমময়, সাধনে সদয়,
দয়াতে হৃদয়, কোমল যার।
যেবা প্রেমে হেরে, সেই পায় তাঁরে,
নতুবা আঁধারে, বিষাদ সার॥
আহা কি কোমল, প্রকৃতি বিমল,
স্নেহ নিরমল, শান্তির ঠাঁই।
দুঃখ যায় দূরে, হৃদি সরোবরে,
বহে আশা জোরে, আনন্দ পাই॥
এই প্রেম গলি, পড়িতেছে ঢলি,
যেন শত অলি সরোজ'পরে।
এই অন্ধ তারা, কেঁদে হয় সারা,
দেব দেব যারা, প্রেমের ভরে॥
ধূলায় ধূসরি, বলি হরি হরি,
হরি পদধূলি তুলিয়া লয়।
প্রেমেতে লুটায়, পড়ে কার গায়,
মাতোয়ারা হ'য়ে, আনন্দে রয়॥
কভু তেজ জ্যোতি, বিষম মুরতি,
দেব দেব অপি, চাহিতে নারে।
কভু বা ললিত, প্রেমে পুলকিত,
আনন্দে গলিত, সুখের ভরে॥
অখিল কারণ, জ্যোতি-প্রস্রবণ,
মুনি অগণন উদ্ভবে যা'য়।
কিরণে কিরণে, ব্রহ্মাণ্ড জনমে,
অসীম কারণে, জীবিত রয়॥

দেখিতে দেখিতে, সবে হরষিতে,
মুনিগণ যত্নে' ধরিল বীণা।
মাতিল মেদিনী, শূন্যে সৌদামিনী,
সেই রব শুনি, গাইল নানা॥
অনাদি অনন্ত, বুধ-দেব-ভ্রান্ত,
সেই জন অন্ত, কে বুঝে আর ?
বুঝে সাধ্য কার, যিনি নিরাকার,
মন অগোচর, বুদ্ধির বার !
তবে ভক্তিজলে, যার প্রাণ গলে,
সে হৃদিকমলে, দেখিতে পায়।
কোটি চন্দ্র জিনি, নীলকান্তমণি,
জীবের জীবনী, অমৃতময়॥
কিবা মনোহর, অরুণ অধর,
আনন্দ অপার, বিরাজে যায়।
কুন্দ দন্তগুলি, সম মুক্তাবলী,
খেলিছে বিজলী, সতত তায়॥
বঙ্কিম নয়ন, উজল কেমন,
ঈষৎ বঙ্কিম চাহনি যার।
প্রেমে ঢল ঢল, বিকচ কমল,
যেন পরিমল, উথলে তার॥
অমিয় অধরে, বাঁশরিটী ধরে,
আঁকা বাঁকা ভরে, দাঁড়ায়ে আছে।
মন প্রাণ লোভা, খেলিছে কি শোভা,
শশীর সে আভা, মলিন কাছে॥

সুচারু চরণে, মঞ্জীর যতনে,
ললিত বাদনে, ডাকিছে যেন।
কে আসিবি আয়, যার প্রাণ চায়,
এ পদ সহায়, ভকত প্রাণ!
কভু বা দ্বিভুজ, কভু চতুর্ভুজ,
কভু ষড়ভুজ, প্রকাশ রূপ।
যা ভাবি যখন, হের কৃষ্ণধন,
দেখ সেই ধন, অনন্ত রূপ ॥
বিশ্বরূপ যার, ব্যক্ত চরাচর,
কিরূপ তাঁহার, সম্ভব নয়?
ভাবনায় যাঁর, অনন্ত আকার,
ভকত মাঝার, প্রচার হয় ॥

গীত।

কোথা দয়াময়, বিপন্ন আশ্রয়, হও হে সদয়, আজি কৃপা করি।
অগতির গতি, ফিরাও কুমতি, কর জীবগতি, বাঁকা বংশীধারি ॥
অসময়ে যদি নাহি দেখা দিবে, অধমতারণ কিসে বল হবে,
ভবভয়হারি কে বল কহিবে, ত্রিভঙ্গ! ত্রিতাপবারি।
কি জানি ভজন, কি জানি পূজন, ভবে যাওয়া আসা সকলি বঞ্চন,
ভাবি শ্রীচরণ, হে মধুসূদন, যেন না বিপদে পড়ি ॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

নিধুবনে বৃন্দা।

বৃন্দা সখি যায়, শ্রীহরি যথায়,
ভাবে গদ্ গদ, ভাবি কৃষ্ণপদ।
বলে একি হ'ল, চেতনা হারাল ;
রাধা বিনোদিনী, জীবনতোষিণী,
বংশীরব শুনি, হইল বিকল !

আনি গো কিশোরি, তোর বংশীধারী,
ওই বনমাঝে, বাজায় বাঁশরী।
রাধা নাম ধরি, বিনোদবিহারী,
এখনি যাইব, আনিব গো ধরি ॥

একি অনুপম, রম্য উপবন,
নিস্পন্দ নয়ন, নির্ব্বাক্ জ্ঞান !
ঘন বনছায়া, আলো আবরিয়া,
ঢাকি বনকায়া, বাড়ায় মান !!

সরসী হাসিছে, চন্দ্রমা ভাসিছে,
সরোজ শোভিছে, আনন্দ ভরে।
কেলি সরোবর, কিন্নরী কিন্নর,
বসি তীরে তার, কি শোভা ধরে ॥

কেহ বা হাসিছে, সঙ্গীত গাইছে,
কেহ বা নাচিছে, মধুর তালে।
কেহ তুলি ফুল, করিতেছে ছুল,
কেহ গাঁথি ফুল, পরিছে গলে॥

আনন্দ লহরী, জাগায়ে শর্ব্বরী,
উঠিছে আমরি, স্বরগ পানে।
জাগি পিককুল, হইয়া আকুল,
গাইছে অতুল-সুন্দর-তানে॥

মলয় অনিল, সহায় হইল,
নাচিতে লাগিল, শ্রীহরি নামে।
পাদপে মিলিয়া, করতালি দিয়া,
লতিকা ধরিয়া, রাখিল বামে॥

আকাশের চাঁদ উপরে হাসিছে,
সরসীর চাঁদ, জলেতে নাচিছে,
মধুরে মাধুরী, আহা মরি মরি,
হাসি কুসুমেরি, তাহাতে মিশিছে!
চন্দ্রমা কিরণ, নিশির ভূষণ,
ঝুরু ঝুরু ঝরি বাতাসে খসিছে!
পাদপ সকল, আনন্দে বিহ্বল,
লতিকার সাথে মিলিয়া নাচিছে!

নাচিছে হিল্লোলে, কুমুদিনী জলে,
দেখি প্রাণনাথে নিকটে ডাকিছে।
সরসী হইতে, মধুর স্বরেতে,
নিশানাথ তারে সাদরে ধরিছে।
ঝিল্লীর নিনাদ, করি নির্ব্বিবাদ,
ঝিনি ঝিনি করি শ্রবণে পশিছে।
থাকিয়া থাকিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
পাপিয়ার স্বরে অম্বর কাঁপিছে॥

বৃন্দা।

চমকি চপলা, হইয়া উতলা,
ধরিতে সে কালা, চমকি চলে।
চকিত নয়নে, বিমল বদনে,
অধর কম্পনে, কি যেন বলে॥
পাদপের মাঝে, ওই মাঝে মাঝে,
অপরূপ সাজে, চলিল ত্বরা।
মনে হেন নিল, শশী কি চলিল,
কিংবা সৌদামিনী, নাবিল ধরা!!
নাচি নাচি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
পদ কোথা রয়, না দেখে চোখে।
নবীন নলিনী, কুমুদ-বদনি,
ব্রজ কুমুদেরে, সর্ব্বত্র দেখে॥

চারিদিকে যায়, উন্মাদিনী প্রায়,
পলকে হারায়, অধীরে ধায়।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে, বিলাস বিপিনে,
যমুনা-জীবনে, চৌদিকে চায়॥
কোকিলেতে ডাকে, সহবাস থেকে,
জিজ্ঞাসে তাহাকে, নীরব স্বরে।
যায় গন্ধ ধরি, কিছু মনে করি,
মলয়া নিশ্বাস যথায় করে॥
কভু ফেলে শ্বাস, কভু করে হাস,
ভাবি পীতবাস, তথায় যায়।
বলে হায় হায়! না হেরি তাহায়,
যায় পুনরায়, তমাল গায়॥
কভু গোঠে যায়, কভু মাঠে চায়,
নীরব, নিথর চঞ্চল করি।
কোকিল কণ্ঠেতে, পিক কাকলিতে,
ডাকে ব্যাকুলেতে, বলিয়া হরি॥
সরমের ডালি, অমৃত পুতলি,
কুসুম-বরণ কোমল করে।
কুসুমের ডালু, ঠেলি তালে তাল,
বাজয়ে কঙ্কন, মধুর স্বরে॥
আহা মরি মরি! উজলি শর্ব্বরী,
মলয়া মরুতে, ঠেলিয়া যায়।
মধুরে মাধুরী, মুখপদ্ম তারি,
বন দেবী সম, কি শোভা পায়॥

কমল চরণে, গজেন্দ্র-গমনে,
মধুর লয়েতে, ঝাঁজর বাজে।
রুণু রুণু রুণু, করি কানু কানু,
লতা পাতা নাচে, সুষমা সাজে ॥
ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
কালার নূপুর, করিয়া মনে।
সে মুখ কমল, বন করে আলো,
চাঁদেরে বিকল, করে রে ক্ষণে ॥
দেখেছি ত শশী, কত হাসি হাসি,
জ্যোৎস্নার রাশি, এলায়ে কিবা।
অনন্ত আকাশে, মনের হরষে,
যায় ভেসে ভেসে, করিয়া দিবা ॥

কিন্তু হেন রূপ, আরো অপরূপ,
কবরী হতেছে সতত বিরূপ;
আলু থালু কেশ—সৌদামিনী বেশ,
নিবিড় কুন্তল শোভিছে বিশেষ—
ত্বরিত গতিতে, আপন মনেতে,
ধাইছে বিপিনে, নাহি ভয়-লেশ ॥
মলয় মরুত সঙ্গেতে ছুটিল—
শ্রম ঘর্ম্ম বিন্দু নিমিষে পুঁছিল—
তবু না শুকাল, স্বেদ বিন্দুজাল,
দুই গণ্ড বহি ঝরিতে লাগিল,

কোকিল কুহরর্গননাদ শিথিল
নাহি কর্ণে আর সুখ উপজিল,
যেন তরঙ্গিনী হ'য়ে উন্মাদিনী,
উথলে উথলে নাচিয়া চলিল ॥

মৃদুল মলয়া, করি স্নিগ্ধ কায়া, মৃদু মৃদু মৃদু চলে।
সুনীল বসন, খুলিয়া কসন, মলয়া মারুতে খেলে ॥
কুমুদ বরণ, ঝাঁপিয়া কিরণ, আলোকে নয়ন হরে।
এ হেন রূপসী, হেরি কাল শশী, সাদরে সোহাগ করে ॥
লোহিত অধর, সুধার আগার, সুখের সরম ফুল।
কুসুম হসন, বিকাশে দশন, করয়ে ভ্রমরে ভুল ॥
উরস সরস, বিমল পীযুষ, বিমল কমল ধরে।
প্রেমের আবাস, মন্মথ নিবাস, সুখের সুযাগ করে ॥
কুসুম কুমারী, কুসুমেতে ঘেরি, কুসুম পরিয়ে গলে।
কুসুম যেমন, সৌরভ তেমন, বিতরে অনিল এলে ॥
কুসুম হারেতে, ঝলকি শোভাতে, কুসুম মাথায় পরে।
কুসুম সদৃশ, পেলে হৃষীকেশ, চরণে লুটায় ধরে ॥
প্রেমের বিজলি, প্রেমে পড়ে ঢলি, প্রেমেতে গলিয়ে রয়।
প্রেমে উন্মাদিনী, প্রেম তরঙ্গিনী, প্রেমেতে উজানে বয় ॥
অমৃতের বাতি, মোহিনী মূরতি, ভুবন উজল করে।
মদন মোহনে, হৃদয়ে যতনে, পরম প্রেমেতে ধরে ॥
পরম যোগেতে, ভাবিনী ভাবেতে, ভবেশে ভুলায়ে ধরে।
প্রকৃতি লইয়ে, প্রেমেতে গলিয়ে, মদন বন্ধন করে ॥

মদন চাপেতে, কুসুম শরেতে, যোজনা করিয়া দেয়।
মদন মোহনে, মোহিনীর সনে, সতত মিশায় তায়॥

নিকুঞ্জলীলা।

(বলে) কোথায় মাধব, হৃদয় বল্লভ, কোথায় রহিলে আজ।
তোমার বিরহে, প্রমাদ গণিহে, পড়িছে হৃদয়ে বাজ॥
সে নব নলিনী, বিনা অলিধ্বনি, মুদেছে নয়ন তার।
শ্বাস ঘন ঘন, বহিছে সঘন, নাহিক কিছুই সাড়॥
সুবর্ণ বরণ, হে নীল রতন, হয়েছে তোমার মত।
নয়নের নীর, হইয়া বাহির, খেলিছে তরঙ্গে কত॥
হিম কলেবর, কাঁপি থর থর, নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে।
কমল ব্যজনে, তার সখিগণে, রহেছে তাহার কাছে॥
সে কৌমুদীময়ী, ভুবন বিজয়ী, রূপের সরোজখানি।
আহা তার দশা, দেখিয়া বিবশা, হতেছে সবার প্রাণি॥
সুধা প্রবাহিনী, প্রেম তরঙ্গিনী, পাগলিনী প্রেমে তোর।
কি করিলি কালা, তার প্রেম জ্বালা, নিবালিরে মনচোর॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে, তোমার আশ্বাসে, সে যেরে জীবনে জীয়ে।
অঙ্কিত অন্তরে, ধরিয়া তোমারে, পূজেরে হৃদয় দিয়ে॥
সদা উন্মাদিনী, রাধা বিনোদিনী, তোমার প্রেমেতে হয়।
সখা সখিগণে, কৃষ্ণ ভাবি মনে, শ্রীকৃষ্ণ বারতা কয়॥
তমাল শিখরে, কোকিল কুহরে, শুনিয়া শিহরে উঠে।
অই কৃষ্ণ বলে, প্রেমে পড়ি ঢলে, অমনি চমকি ছুটে॥
নিকুঞ্জে কুসুম, নড়িলে বিষম, বিস্ফারি লোচনে দেখে।
নাহেরি শ্রীধর, কাঁপিয়ে অধর, বিষম বিরাগ মাথে॥

কোমল শরীরে, বাসর আদরে, বিছায়ে যতন করি।
সুকুসুম হারে, অতি সমাদরে, সাজায়ে রেখেছে হরি॥
কমল উরসে, পরম হরষে, আঁকিয়া চরণ তব।
নয়ন সলিলে, পূজিছে বিরলে, অর্পিয়া তাহার সব।
যদি পুঁছি যায়, করি হায় হায়, আঁখিরে তাড়না করে।
আবার চন্দনে, আঁকিয়া যতনে, চরণ হৃদয়ে ধরে॥
শিরিষ যেমন, সে বাহু তেমন, সে কর কমল প্রায়।
তোমারে ধরিতে, ব্যথা পায় চিতে, পাছে তা যাতনা দেয়॥
কান যে কেমনে, সে খর সন্ধানে, সঘনে নয়ন বাণ।
যে বিষে এমন, আনেরে মরণ, বিদারি রমণি প্রাণ॥
শ্রীহরি তোমার, পাষাণ আগার, হৃদয় বুঝিহে হয়।
গরল তাহাতে, বিধি কি রাখিতে, নির্ম্মাণ করেছে [illegible]
কুসুম ভ্রমেতে, হৃদয়ে ধরিতে, হায়রে গেলেম সুখে।
কণ্টক এমন, করিল দংশন, শেল রে বিঁধিল বুকে॥
মলয় অনিলে, অনল আনিলে, পুড়াতে আমার কায়া।
শীতল সলিলে, গরল মিশালে, দহিতে আমার হিয়া॥
হায় কমলিনি, নাশিতে রমণী, এসেছে ব্রজেতে হরি।
আগে না বুঝিলি, সোহাগে ভুলিলি, মজিলি প্রাণেশ স্মরি॥

নব নটবর, কি তুমি নিঠুর, কঠিন তোমার হিয়া।
ওহে তোমা' তরে, যার আঁখি ঝরে, সে নহে তোমার প্রিয়া?
তোমার কারণ, যে ধরে জীবন, তাহারে কাঁদাও কেন॥
দয়ার আধার, ব্রজ-সুধাকর, সুধা কি তোমার হেন?

ভবভয়হারি! নয়নের বারি, যদি হে পড়িবে এত।
তোমারে পূজিতে, যদি হে ভ্রমেতে, সহিবে যাতনা শত।
তবে কিসে আর, সুখ আছে কার, বল হে ভবেশ শুনি।
প্রাণ শ্রীরাধার, ত্যজিলে হেলায়, ডাকিবে, কে গুণমণি?
শঠতা ছলনা, করোনা করোনা, বিপদ সময়ে হেন।
বিপদ কাণ্ডারি, বিপদেতে স্মরি, বিপদে পাই হে যেন॥
আঁধার অন্তরে, পাইলে তোমারে, আলোক দেখিতে পাই।
নতুবা তামসে, যায় সব মিশে, যেমতি কিছুই নাই॥
তোমা লয়ে তাই, হৃদয় জুড়াই, জুড়াই অর্পিত প্রাণ।
আশার প্রবাহে, মন প্রাণ বহে, পাইহে শান্তির স্থান॥
তুমি হে অন্তরে, ভকতি মন্দিরে, আনন্দে উদয় হও।
চিদানন্দরূপে, জ্যোতির স্বরূপে, আলোক করিয়া রও॥

(ওহে) চপলা ছড়ায়ে, নীরদের গায়ে, কেন হে পুঁছায়ে দাও।
কুমুদে ঘুমায়ে, ভ্রমর মিলায়ে, কাঁদায়ে, কেন না চাও?
আঁধার আলোকে, ফুটায়ে পুলকে, আবার নিবাও কেন?
কুসুম সুহার, প্রেমের আকার, কেন সে শুকায় হেন?
কুসুমের হাস, প্রকাশি উল্লাস, কেন বা মুদিয়া যায়।
মুরলী তোমার, কেন বার বার, ফুকারি নীরব হয়?
সুখ সুধাকরে, বল কিবা করে, লেপিলে কলঙ্ক তায়?
সুবাস মলয়া, বিরহীর হিয়া, কি জন্য পুড়ায়ে যায়?
কোকিল কুহরে, কেন বিষ ধরে, বাড়ায় বিরহী দুঃখ?
বিপদ সময়, কেন দয়াময়, না দেখ দুঃখীর মুখ?

সম্মুখে আকাশ, লভেছে বিকাশ,
রবি, শশী তাহে কতই হাসে।
কোটী কোটী তারা, আছে সবে ধরা,
সেই স্বপ্রকাশ নয়ন পাশে॥
শূন্যে স্থল হয়, নিমিষে উদয়,
জড়, জীবচয় ইচ্ছায় তাঁর।
জীবের আধার— তিনি বিশ্বাধার ;
নিজের প্রতিষ্ঠা সৃষ্টিতে যাঁর॥
স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মার গেহ,
যাঁহার ইচ্ছায় উদ্ভব হয়।
যাহেঁ স্থিতি হয়, লইয়া মায়ায়,
যাঁহাতে আবার পায় সে লয়॥
যিনি সর্ব্বত্রেতে, অনন্ত রূপেতে,
অনন্ত স্থানেতে, ব্যাপিত হন।
পরমাণু রূপে, ব্রহ্মাণ্ডের কূপে,
সৃষ্টি-বীজ রূপে, অলক্ষ্যে রন॥
গ্রহ চন্দ্র রবি, এ বিশ্বের ছবি,
এই পরমাণু প্রকাশ করে।
অমর, কিন্নর, রক্ষ, যক্ষ, নর,
কালের কোলেতে কায়াকে ধরে॥
নিরাকার হয়ে, আধার আশ্রয়ে,
কতই আকার ধরেন হরি।
বিশ্ব বিমোহন— জগত কারণ,
আকারে তাঁহার মহিমা স্মরি॥

ভ্রান্ত জীবচয়, মায়া মোহে রয়,
সেই দেবদেবে ভুলিয়া যায়।
পরমার্থ জ্ঞান, না করি সন্ধান,
ঐহিকের সুখ সতত চায়॥
জটিল ব্রহ্মাণ্ড, কে বুঝে এ কাণ্ড?
বুদ্ধির অতীত হইয়া রয়।
যাহে বিশ্বপতি, আনন্দিত অতি,
তার, লয় স্থিতি অজ্ঞের হয়॥
দেহ কারাগার, পশিয়া আত্মার,
ঘোর মোহ হায়! সম্ভূত হয়।
কিছু সাধ্য নাই, তবু সর্ব্বদাই,
কতই প্রভুত্বে নিয়ত রয়॥
প্রতি রেণু যার, অনিত্য অসার,
প্রতিক্ষণে যার, বিধ্বংস আসে।
একি চমৎকার, সেই দেহ সার,
নিত্য বলি বোধ, হয় রে কিসে?
কত অহঙ্কার, কত মায়া আর,
কত লোভ, ক্ষোভ হৃদয়ে হয়।
কত কাম, ক্রোধ, ভ্রমে, নিত্য বোধ,
জ্ঞানেতে! তথাপি কেমনে রয়॥
অহো বিশ্বপতি! ধন্য তব মতি,
ইচ্ছামত তব ব্রহ্মাণ্ড হয়।
তোমার হে মর্ম্ম, জানা নহে কর্ম্ম,
তোমার ইচ্ছার হউক জয়!

গোবিন্দের রূপ দর্শন।



দেখিল আনন্দে, সেই শ্রীগোবিন্দে,
যাঁরে ধ্যানে, জ্ঞানে না যায় ধরা।
অপরূপ রূপ, আনন্দ স্বরূপ,
মদন মোহন, জ্যোতিতে ভরা॥
কিবা পদ্ম নখে, বিরাজে পুলকে,
শশাঙ্কের লেখা, সুধার রাশি।
মন মুগ্ধকারী, আনন্দ লহরী,
কোকনদ পদে খেলিছে হাঁসি॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, হইতে পীযূষ,
অবিশ্রান্ত সুখে ক্ষরিছে তায়।
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, বিরিঞ্চি, দেবেন্দ্র,
কত সাধনায় সে সুধা পায়॥
চরণ আলোকে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে,
মাতায়ে পুলকে ডাকিছে সদা।
তাহে সুমধুর, সুবর্ণ নূপুর,
মন-মুগ্ধকর, আনন্দপ্রদা॥
রুণু রুণু ধ্বনি, প্রবেশে যখনি—
হৃদয়ে, তখনি অবশ করে।
প্রাণ গলে যায়, শুনিয়া তাহায়,
অবশ হৃদয় উথলে ধরে॥

চাহিনা কিছুই, চাহি শুধু ওই—
চরণ-কমল, কমলা-নিধি !
দিবে যদি দাও, হৃদয় জুড়াও,
আশা হে পূরাও, বিধির বিধি !
পরা পীতবাস, নয়নে বিলাস,
হৃদয়ে আশ্বাস, প্রদান করে।
টানে সদা মন, হেরিতে চরণ,
অর্পিতে জীবন, প্রেমের ভরে ॥
ক্ষীণ কটিদেশ, সুন্দর বিশেষ,
কনক কিঙ্কিণী কি শোভা ধরে।
কমনীয় কান্তি, হৃদয়ের ভ্রান্তি,
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে তামস হরে ॥
কিবা মনোহর, ভক্ত তৃপ্তিকর,
ভৃগু পদরেখা বক্ষের মাঝে।
ভক্তের অধীন, তিনি চিরদিন,
এ কথা কেবল তাঁহাকে সাজে ॥
বনমালা গলে, আলোকে উজলে,
কাল রঙ্গে ভাল সৌন্দর্য্য ধরে।
কৌস্তুভ মণিতে, ভূষিত বক্ষেতে,
দোলে আনন্দেতে, প্রেমের ভরে ॥
মঙ্গল জ্যোতিতে, তাঁর চৌদিকেতে,
বিজলী লহরী, রেখেছে ঘেরে।
নভে, ভবে কিবা, সদা করে দিবা,
ভকত মনেতে আনন্দে হেরে ॥

দয়ার আধার, ভবকর্ণধার,
যেরূপে যখন প্রকাশ পায়।
তাহা বর্ণিবার, সাধ্য আছে কার,
যে হেরে, চরণে মিলায়ে যায়॥
শ্রীমুখমণ্ডলে, কোটী ইন্দু খেলে,
মন প্রাণ গলে হেরে সে ছাঁদ।
আর কি নয়ন, ছাড়ে সে বদন,
সর্ব্বস্ব যে ধন, প্রেমের-ফাঁদ॥
অলকা, তিলকা, সুধা মাথা মাথা,
নয়ন বঙ্কিম মাঝারে তার।
ভাবে ঢল ঢল, নয়ন কমল,
হাসি সুমধুর বদনে আর॥
আজি নিরাকার, ধরিয়া আকার,
সাকার মাঝারে শোভিত রয়।
না জানি কি মনে, এসে এই বনে,
রাধে! রাধে! করি ঘোষিছে জয়॥
ধর্ম্ম প্রচারিতে, জীব উদ্ধারিতে,
মধুর মূরতি ধরিয়া হরি।
বংশী বাজাইয়া, মন আকর্ষিয়া,
আছেন বসিয়া কিশোরী স্মরি॥
বলয় শোভিত, করে সুললিত,
লীলা নীলোৎপল সাদরে ধরে।
আপনার মনে, আপনি কেমনে,
ঘুরা'ছেন তারে প্রেমের ভরে॥

ক'রেছেন আলো, সর্ব্ব ভূমণ্ডল,
সর্ব্ব হৃদয়ের পরম ধন।
করুণা তাঁহার, অসীম অপার,
বহিছে অনন্ত সাগর বন॥
মদনমোহন, রূপেতে এখন,
গোপিকার মন ছলিতে হরি।
নিরুপম শোভা, সর্ব্ব মনলোভা,
রহিলেন তথা বিকাশ করি॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।



দ্বিতীয় সর্গ ।

ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গীত ।

কোথা নটবর, প্রাণের দোসর, দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ ।
তোমার কারণ, কাতর জীবন, এ বিপদে কর ত্রাণ ॥
সম্পদ বিপদ, পরম আস্পদ, ও পদে সমান গণি ।
না জানি ধরম, না জানি করম, হে প্রাণ-বিভব-খনি ॥
মিনতি সতত, করি বিধিমত, সঁপিনু জীবন পদে ।
বড় আশা করি, কহিব কি হরি ? না ফেল কলঙ্ক হ্রদে ॥
যথায় রাখিবে, অধমী রহিবে, শ্রীপদে হইয়ে নত ।
নাহি দেখা দিবে, হৃদয় কাঁদিবে, রহিবে তোমাতে রত ॥
দেখি দেখি করি, রহি পথ ধরি, হেরিতে মোহন বেশ ।
কোথা দিয়ে গেলে, রাখি সবে ফেলে, নাহিক দয়ারি লেশ

বৃন্দার খেদ ও গোপিকার আত্মসমর্পণ ।

জয় জগন্নাথ, করি প্রণিপাত, গ্রহণ করহে সবে ।
আজি কথামত, ব্রজাঙ্গনা যত, শ্রীপদে রাখিতে হবে ॥
আশ্রয় বিহীনা, অতি দীনহীনা, তোমারে লভিতে হ'ল ।
পতি পুত্র মুখ, সংসারের সুখ, ত্যজিল আশার স্থল ॥
বিষাদ সাগরে, অসার সংসারে, চরণ আশ্রয় দেখে ।
সর্ব্ব বিসর্জ্জন, করিল এখন, গোপিকা কলঙ্ক মেখে ॥
আর কেহ নাই, ত্রিজগত ঠাঁই, দয়াময় তুমি দেখ ।
আত্মজন একে, বৈরী সবে ভবে, তুমি হে চরণে রেখ ॥

তোমায় লভিতে, সর্ব্বস্ব ত্যজিতে, পরম আনন্দ হয়।
অসহ্য অসুখ, হয় পূর্ণ সুখ, কি কহিব ইচ্ছাময়!
এ দেহ তোমার, তারে উপহার, তোমারি চরণে দিব।
জগতের পতি, অগতির গতি, কলঙ্ক মাথায় নিব॥
এই দুই করে, ধরিব আদরে, চরণ কমল দু'টি।
হৃদয়ে লইব, সাধ মিটাইব, সর্ব্বাঙ্গ ভূমেতে লুটি॥
নয়নে হেরিব, ও পদ বিভব, আর না হেরিব কোন।
মাথার ভূষণে, বাঁধিব যতনে, তোমার চরণ ধন॥
হৃদয়ে ধরিব, আর না ছাড়িব, চরণে মিশিব তব।
সব ভুলে যাব, ওহে শ্রীমাধব, ভব ভয় বৃথা সব॥
তোমার হইয়ে, এ বিশ্বে আসিয়ে, কেমনে পরের হই?
তুমি যে আমার, ভুলি সেই সার, অসারে মজিয়া রই?
হৃদয় মাঝারে, ধরিলে তোমারে, কলঙ্ক ইহাতে হয়।
পতি পুত্র লয়ে, দাসী সম হ'য়ে, থাকা হে কলঙ্ক নয়!
ঘোর ব্যবহার, মায়া অন্ধকার, তাতেই বিষাদ এত।
মজিয়া থাকিব, তোমারে ভুলিব, মোহের বাসনা যত॥
সংসার চিন্তায়, হারালে আত্মায়, তাহে না কেহই দোষে।
যত দোষ হায়! ও পদ সেবায়, জগৎ তাহাতে রোষে॥
নিবিড় নিকুঞ্জে, তোমাকে হে ভুঞ্জে, যত যোগীজন সুখে।
কব কিবা আর, হ'ল অভিসার, সেই কুঞ্জ সর্ব্বমুখে॥
তোমায় ভাবিতে, সকল ভুলিতে, হয় হে জগতপতি।
তাই হ'ল কিনা, অধর্ম্ম কামনা, এমনি লোকের মতি॥
নারী বলে তাই, কোন কথা নাই, সকল বচন খাটে।
সহস্র পুরুষে, পরম পুরুষে, মিলিছে কিছু না রটে॥

যার মনে যাহা, সে কহুক তাহা, কিছুই দোষ না আসে।
তবে দুঃখ হয়, হৃদয়ে উদয়, হরি দূবে যদি হাসে॥
দেখ ব্রজাঙ্গনা, কিরূপ কামনা, সদাই হৃদয়ে করে।
দেখ তারা কার, ভবকর্ণধার, কাহারে পতিত্বে বরে!
ছার এ জীবন, কি জন্য ধারণ, বল না কাহারি তরে;
যদি না প্রাণেশ, তোমার উদ্দেশ, নাহিক হৃদয়ে করে?
বহু পুণ্যফলে, নাথ! ধরাতলে, তোমায় সাকার দেখি।
ও রূপ মাধুরী, সর্ব্বমুগ্ধকরী, হৃদয়ে চিরিয়া রাখি॥
ধ্যানে জ্ঞানে হায়, ধরা নাহি যায়, যাহার সৌভাগ্য ছবি।
সেই নিরুপম, পুরুষ উত্তম, ব্রজের গৌরব রবি॥
কি আছে আমার, দিব উপহার, সকলি পেয়েছি পদে।
তবু দেহ মন, করি সমর্পণ, মিটাইব আজি খেদে॥
এ দশ ইন্দ্রিয়, অতি বড় প্রিয়, তোমার চরণে দিব।
বলি হরি বোল, দিব বক্ষ কোল, চরণ পঙ্কজ নিব॥
বাক্যতে মনেতে, দেহেতে জ্ঞানেতে, রেণুতে রেণুতে ধরি।
মিশাইয়া, ওরে! আস্বাদিব তোরে, এ দেহে ভালরে করি॥
আজি নিরাকারে, ভুঞ্জিব সাকারে, মিটায়ে মনের সাধ।
মানস নয়ন, করি দরশন, ঘুচাবে উভয় বাদ॥
যা হ'তে উদয়, আজি তাহে লয়, করিব এ দেহ মন।
কৃতার্থ হইব, স্বরগ ভুঞ্জিব, অবনীতে অনুক্ষণ॥
দিয়া দেহ মন, করিব সাধন, যে সাধ মনেতে হায়।
চরণের সুধা, মিটাইয়ে ক্ষুধা, আস্বাদ করিব তায়॥
তুমি দয়া করি, লবে করে ধরি, তোমার ক্রোড়েতে তবে।
পার্থিব ভুলিয়ে, জ্ঞানে লীন হ'য়ে, আলিঙ্গিব সুখে সবে॥

তুমি, আমি জ্ঞান, আত্মা অভিমান, আর না কিছুই রবে।
অংকারে আকারে, জ্ঞানে একাকারে, অনন্ত মিলন হবে॥
তারব্রহ্ম রূপে, ঘোর মোহকূপে, আছে যে অধম হরি।
করিবে প্রচার, দয়া সে তোমার, বিশ্বচরাচর ভরি॥
নাম তব লয়ে, ঘোষিবে নির্ভয়ে, জগত আনন্দে মাতি।
কিবা রবি শশী, তারকা রূপসী, গাইবে দিবস রাতি॥
এই দেখ হরি, তব নাম করি, এ দেহ দিলাম তোরে।
ইচ্ছা হয় নাও, কিম্বা ফেলি দাও, শ্মশানে মশানে এরে॥
আসুক দুর্গতি, যথা তব মতি, কাঁদিব ও নাম ধরি।
হরি দয়াময়, বিপন্ন আশ্রয়, তব নামে যাব তরি॥
নামের গুণেতে, অভাগী এ মতে, পাইবে বিপদে ত্রাণ।
অনাথা তারণ, পতিত পাবন, চরণে লইবে স্থান॥
অপরাধ কত, করি শত শত, সে সব গণিলে তুমি।
না থাকে আমার, স্থান রহিবার, জগৎ তোমার ভূমি॥
দোষ পদে পদে, করিহে শ্রীপদে, ঘৃণিত অধম হ'য়ে।
তাহা যদি ধর, ভস্মীভূত কর, এ ছার হৃদয় ল'য়ে॥
সৃজেছ হে তুমি, রক্ষিবে হে তুমি, তোমার ধরম মানি।
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম, ওহে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তোমা বই নাহি জানি॥
তুমি যাহা কর, ওহে বংশীধর, সেই ত ধরমময়।
তুমি হে রক্ষিলে, অনন্ত অখিলে, ধরম রক্ষিত হয়॥
আজি দীননাথ, করি প্রণিপাত, কৃপা কর অধমেরে।
দুস্তর সাগর, তুমি পার কর, পদতরি দিয়া মোরে॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

গোপীরা বংশী শ্রবণে

বুঝিয়া হৃদয় আশ, গোপীকার সহবাস,
আজি ইচ্ছাময় ইচ্ছা করি।
অপূর্ব্ব বাঁশরী রবে, হৃদয় আকর্ষি সবে,
রহিলেন আনন্দে শ্রীহরি॥
হৃদয়ে পশিল বেণু, হ'ল মুগ্ধ মন তনু,
আত্মহারা গোপিকা হইল।
গোকুলে যে যথা রও, কৃষ্ণদাস দাসী হও,
এই রব হৃদয় ভেদিল॥
সঘন বেণুর নাদে, নাচিয়া পরমাহ্লাদে,
ধন জন ত্যজি লাজ ভয়।
ত্বরায় চলিল তথা, বাজিছে মুরলী যথা,
কহিয়ে ধ্বনিতে বিশ্ব জয়॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, মুরলী সঙ্গীত তুলি,
প্রেমে হরি নাচিতে লাগিল।
আপনি মত্ত যে রবে, উন্মত্ত করিল সবে,
তাঁর নৃত্যে সকলে নাচিল॥
রাধা বই নাহি আর, ত্রিকোটী বিশ্বমাঝার,
তাই রাধা বলে মোর বাঁশী।
কেমনে তোমারে পাব, তব ঋণ শোধ দিব,
প্রাণ আছে তব পথ আ'শি॥

বেণু রবে জ্ঞানহারা, কৃষ্ণ হৃদে হেরে তারা,
কৃষ্ণ বলি চলিল উল্লাসে।
যে কার্য্য করিতেছিল, বংশী রবে বিস্মরিল,
ছুটিল সব হরিপদ আশে ॥
না আছে চৈতন্য কার, ত্যজিল স্বর্ণ সংসার,
বারেক না ভাবিয়া তাহায়।
এমনি একাগ্র মন, তিলমাত্র বিলম্বন,
না সহিল যাইতে তথায় ॥
কোন পথে কোথা যায়, কিছু নাহি জানে তায়,
তবু যায় নিরাতঙ্ক চিতে।
বিপদ ভঞ্জন হরি, তারে সবে দয়া করি,
হাতে ধরি থাকেন রক্ষিতে ॥
তিনি না দেখালে পথ, কে পায় তাঁহার পথ,
ধন্য গোপী ধরেছ জীবন !
সুখে হরি ধরি বুকে, চল তুমি স্বর্গ সুখে,
তোরে হরি করিছে রক্ষণ।
ওই শুন বাজে বাঁশী, কোথা কৃষ্ণ অভিলাষি !
দেখা দিয়ে রাখ ওহে প্রাণ।
ওই শুন রাধে বলি, আনন্দে পড়িছে গলি,
যেই হরি করে সর্ব্ব ত্রাণ ॥
কৃষ্ণ অভিলাষী যারা, কেমনে রহিবে তারা,
আজি হরি ডাকিছে যখন।
এই হেতু যেথা যত, ছিল কৃষ্ণ অনুগত,
শুনি বংশী ধাবিল তখন ॥

দেখিতে তেমন, না হবে কখন,
ধরাধামে আর বিনা কৃষ্ণধন॥

এ হেন বনেতে জগত ঈশ্বরী,
সর্ব্ব সুখকর শ্রীনাথেকে স্মরি,
চরণ পঙ্কজে, নয়ন অম্বুজে,
প্রদানি প্রেমেতে হন মুগ্ধকরী।
পূজেন শ্রীপদ লইয়া কিশোরী॥

বৃন্দার গোবিন্দ আনয়ন।

আজিগো কিশোরী ধরেছি হরি,
জুড়ায়ে জীবন, জুড়ায়ে নয়ন,
জগত কারণ, হৃদয় রঞ্জন,
চরণ কমলে, নয়ন সলিলে,
মন সাধে সখি সিঞ্চেছি বারি॥

বুঝিতাম নাহি কেমন শ্যাম,
কেন সে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাম,
কেমন মুরারি, শিখি পাখাধারী,
কেন বা কিশোরী পূজে সদা হরি,
জাগ্রতে নিদ্রাতে লইয়ে শ্যাম॥

কেন বা চরণে নূপুর বাজে,
জগতের হরি কেন বা সাজে,

কিশোরী কারণ, হরি যে এমন,
ভকত অধীন ভাবিনি কখন,
যে ভাবে যেমনে, তাহার তেমনে,
ভকত অধীন, মনে বিরাজে॥

করুণা নিধান, বঙ্কিম নয়ন,
বিপদে কাণ্ডারি দয়াল হরি,
প্রাণাধিক প্রিয়, পরম আত্মীয়,
দীন দয়াময় ভব কাণ্ডারি,
বিশ্বের বিধাতা, জীবনের পাতা,
তবু প্রেমে বাঁধা প্রেম ভিখারি॥

হাইছে আনন্দে, পেয়ে শ্রীগোবিন্দে।
নিকুঞ্জ হইতে উঠিছে রোল,
বাজিছে মৃদঙ্গ বাজিছে ঢোল॥
বীণার ঝঙ্কার, পাছু করি তার,
সুন্দরী সুরেতে কাঁপিছে স্থল।
হরির কীর্ত্তনে, বিজন বিপিনে,
স্বরগ সমান উঠিছে রোল॥

বৃন্দা।

উঠগো কিশোরি আসিছে শ্রীহরি,
চরণ নূপুর, বাজিছে মধুর,
বাজিছে বাঁশরী রাধিকা করি।

শুনি বংশীধ্বনি বিহঙ্গের কুল,
মধুর ঝঙ্কারে করিল আকুল,
নিকুঞ্জ পূরিল, অলি গুঞ্জরিল,
কদম্বেরি মূলে ময়ূরী নাচিল,
শ্যামলি ধবলি আনন্দে ধাবিল,
ধাবিল যতেক গোপিনীর কুল ॥

কুসুম আসনে, কুসুম ভূষণে,
রাই কমলিনী রয়েছে শয়নে,
স্থির সৌদামিনী, চম্পক বরণী,
জগত মোহিনী, পরম পাবনী,
নিস্পন্দ শরীরে হৃদয় রতনে,
ভাবিছে একান্তে মানস নয়নে ॥

ধুইছে চরণ নয়ন সলিলে,
পূজিছে প্রেমের কুসুমে বিরলে,
মানস নয়নে, মদনমোহনে,
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
অতুল আনন্দে রয়েছে বিহ্বলে,
নাচিছে মুরারি মানস কমলে ॥

সখীরা আনন্দে প্রভাতি গাইছে,
কোকিলা ঝঙ্কারি পঞ্চমে মাতিছে,
পিকের কূজন, অলির গুঞ্জন,
মঞ্জীর নিকণ, সঙ্গীত বাদন,

তরঙ্গে তরঙ্গ উথলি' উঠিছে,
সুন্দরী সুন্দর তালেতে নাচিছে॥

কিবা অনুপম মধুর মাধুরী,
কিবা সুখপূর্ণ আনন্দ লহরি,
অতুল সুন্দরী, রাধা সহচরী,
সখী সবে ঘেরি, নাচিছে আমরি,
যেমতি চপলা, করিতেছে খেলা,
শারদ চন্দ্রমা চৌদিকেতে ঘেরি॥

এ হেন সময়ে মুরলী বাজিল,
শ্যামসহচরী সুখেতে নাচিল,
ময়ুর ময়ূরী, উচ্চরব করি,
সহকার হতে শ্রীহরি ডাকিল,
কোকিল কূজনে বিজন পূরিল॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

কেন হেন সাধ, এ বিষম বাদ, কহত কহত শুনি!
কার অনুরোধে, ফেলিয়া প্রমাদে, ফির বনে গুণমণি॥
কার অনুরোধে, কহত শ্রীরাধে, রাখিবে জীবন ধরি।
কে আছে রাধারি, কে আছে আমারি, কে ভব দুঃখের তরি॥
দীনহীন জনে, অপরাধিগণে, কে ত্রাণ করিতে ফিরে?
ভবের কাণ্ডারি, বলি তুমি হরি, কলঙ্ক ল'য়েছি শিরে॥

ত্যজেছি সকলে, আত্মীয় স্বদলে, তোমারি চরণ স্মরি।
একুল ওকুল, ঘুচিল দুকুল, অকূলে ভাসিল তরি॥
তার নিজ গুণে, হীন অভাজনে, চরণে জীবন আছে।
তব অনুরোধে, নাহি কিছু বাধে, ভবভয় পড়ে পাছে॥
তব প্রেমে গলি, ঘুচেছে সকলি, নাম মাত্র সব আছে।
তুমি দুঃখবারি, তুমি তাপহারি, রাখহে চরণ কাছে॥
কত কথা বলে, আত্মীয় স্বদলে, সহি সব পদ স্মরি।
প্রেমবিন্দু দাও, কলঙ্ক ঘুচাও, সুপথ দেখাও হরি॥
অভাব তোমার, যেন হে রাধার, জীবনে নাহিক হয়।
শেষ দিন যেন, ওই শ্রীচরণ, পরশে পায় সে লয়॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার প্রতি।

কেন ভাব অকারণ?

হৃদয় যেমন, করে আকিঞ্চন, তেমতি মিলিবে ধন।
মন যারে কয়, বুঝা কষ্ট নয়, মুকুর স্বরূপ যেন॥
যে দিকে রাখিবে, সে ছায়া পাইবে, হৃদয়ে এ কথা মেন॥
সুখের আশায়, যার প্রাণ ধায়, ঐহিক সুখেতে মজে।
হয় পুণ্যজন, সে যদি কথন, জগপতি পদ ভজে॥
পেয়েছ জীবন, স্বাধীন যেমন, সুজন পথেতে রও।
বিহগের সাথে, ভজ প্রাণনাথে, সুখ দুঃখ সম সও॥
ছাড় প্রিয় যত, অনিত্য সতত, সে সুখেতে কিবা ফল।
পদ্মপত্র জল, সতত চঞ্চল, করে সদা টলমল॥
হরিনাম ক'রে, বুঝিবে অন্তরে, কি সুধা ইহাতে আছে।
সহস্র নয়নে, দেখিবে কেমনে, নব শোভা ধরিয়াছে॥

শুষ্ক তরুচয়, মঞ্জরিত হয়, ফুলে ফুলে শোভা পায়।
হৃদয় কানন, হয় তপোবন, তমসে আলোক ছায়॥

বৃন্দা ও শ্রীরাধা।

কি ভাবিছ গো কিশোরি?
দেখ না নিরখি, নিকুঞ্জের পাখি,
নীরদ বরণ শ্যামচাঁদে দেখি,
হাসি হাসি বলে, বংশীধারী এলে,
বল না কি বলে বাঁশরী বাজালে,
হৃদয় অমিয় অমৃতে ভাসালে,
করিলে স্বরগ পুরি!

ওরে ফুলকুল, কেনরে আকুল,
কিসের আনন্দ সৌরভে ব্যাকুল,
কেন নড়ে নড়ে, বলিছ নিঃসাড়ে,
দেখিতে দিবে না হরি!
রাখ না কেমনে? রাখিবে বিজনে,
লুকায়ে মাধবে, দেখি ভক্ত তবে,
হরির চরণে, শ্রীরাধা যতনে,
বেঁধেছে নূপুর, ধরি॥

বনফুল হার, বনে কিবা আর,
দুঃখিনী শ্রীরাধা শ্যামে দিবে তার,

অর্পিবে যতনে, শ্রীমধুসূদনে,
ভকতি চন্দন মাখি।
কহ বনলতা, তব মন কথা,
শ্রীহরি দেখিয়ে হাসিছ কি হেথা,
দিয়া ভুজলতা, বাঁধ হরি হেথা,
যাইতে দিও না সখি॥

বনের বিহগ বস বল শুনি,
কাহার সঙ্গীতে মাতাও মেদিনী,
কে শুনিবে বল, মধুর কল্লোল,
কাহার প্রেমেতে হয়েছ আকুল,
গিয়া সিন্ধুপারে, কভু গিরি'পরে,
কার গুণকথা শুনাও কাহারে?

আজি দলে দলে, রয়েছ কি ব'লে,
শ্রীহরি পাইয়া গেছ বুঝি গলে?
তাই সুমধুর, সঙ্গীতে সুন্দর,
হরির কীর্ত্তনে হ'য়েছ অধীর।
প্রাণ ভাসাইছ সে নামে মধুর॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বৃন্দা।

চেয়ে দেখ, বিনোদিনি!
যে হৃদকমলে, নাচে হেলে দুলে,
যার প্রেমে গলে, ভাস নেত্রজলে,
এই সে মুরারি, বাঁকা বংশীধারী,
চেয়ে দেখ চন্দ্রাননি!!

নবীন নীরদ, কেন সাধ বাদ, দেখাতে গোলক হরি।
তোর আবরণে, নীরদ বরণে, রাখেরে গোপন করি॥
সাধে কেঁদে কেঁদে, রাই চোক মুদে, হেরিছে হৃদয় শ্যামে!
(ওগো) মুখ তুলো রাই, দেখ গো কানাই, রেখেছে তোমারে বামে॥
চরণ নুপুর, শ্রবণ মধুর, ডাকিছে কিশোরি, শুন।
অন্তরে বাহিরে, দেখ প্রেমভরে, জগপতি শ্রীচরণ॥

শ্রীরাধা।

আজি এলে বংশীধারী,
বিপিনবিহারী, ভবের কাণ্ডারী, বিতরিতে শান্তি বারি॥
তব পদ চেয়ে, কলঙ্কিনী হ'য়ে, আছি বনে বনমালী।
যদি ঘৃণা কর, করুণা না কর, মরণে ঘুচাব কালি॥

কি তুমি নিঠুর, তাই সুরাসুর, তোমারে বুঝিতে নারে।
আমার এ আশা, যেন মৃগতৃষা, এ জীবন নাশিবারে॥
হৃদয় বেদনা, কি তুমি জান না, অন্তর্যামী তুমি হরি।
সংসার বিলাসে, বৃথা সুখ আশে, পাছে মজি ভয় করি॥
দেহ হৃদে পদ, ঘুচাও বিপদ, বিপদে বিপদ হারী।
অন্তরে বাহিরে, সংসার সাগরে, ভরসা চরণ-তরী॥
অধম তারণ, দিয়া দরশন, ঘুচাও যাতনা মম।
এ ভব কানন, কুসুম রতন, সব তব প্রতারণ॥
ফুলে মধু ঝরে, সুবাস বিতরে, হৃদয় আকৃষ্ট করে।
কিন্তু কতক্ষণ, সে শোভা এমন, কিছু নহে ক্ষণপরে॥
তাই দয়াময়, ও পদ অক্ষয়, আমারি সহায় হয়।
শোক তাপে মন, হেরি অনুক্ষণ, স্মরণে লভে হে জয়॥

শ্রীকৃষ্ণ।

কি জন্য কিশোরী মলিনা রও?
তোমারি অন্তরে, অবিরাম ভরে,
আছি বিদ্যমান, তবু ম্রিয়মান,
কি জন্য কিশোরি প্রকাশি কও?

তোমার কঠোর সাধনে দেখ!
এই শিখিপাখা, তব নাম লেখা,
ধরেছি শীরষে, পরম হরষে,
ধরেছি বাঁশরী স্বহস্তে দেখ!!

এই দেখ তব বনমালা গলে,
রাধা রাধা বলি হৃদি'পরে দোলে,
পীতাম্বর ধড়া, এ মোহন চূড়া,
শ্যামলী ধবলী নহে কাছ ছাড়া।
করের বলয়, দেখ মণিময়,
পরায়েছ যাহা রয়েছে গো পরা॥

ওগো সেই দিন, নহে বহুদিন,
ত্যজে এই বাঁশী, ধরায়েছ অসি,
নরশিরমালা, ত্যজি বনমালা,
পরেছি কিশোরী সাধনে তোমারি
কিবা আছে সাধ পূরাতে তোমারি॥

কোনরূপ ধরি পূরাব কামনা,
আছে কি মনেতে শ্রীরাধা বলনা?
গিরি করে ধরি, গোবর্দ্ধন ধারী,
মনে কি মানিবে আমি তব হরি,
তোমারি প্রেমেতে সতত শিহরি॥

দেখ চেয়ে দেখ নির্মেলি নয়ন,
পরম আনন্দ পূরিত ভুবন,
সব সুশোভন, সুখে বিমোহন,
আনন্দ দেবের আনন্দ কীর্ত্তন,
এক মনে তাঁরে করিছে পূজন॥

অন্তরে যেমন শ্রীহরি রয়েছে,
তেমতি বাহিরে, ললিত আকারে,
অপরূপ রূপ মাধুরী খেলিছে।
জগপতিরূপ, সম্ভব কিরূপ,
ভকত কল্পিত প্রকাশ সেরূপ,
কভু বা দ্বিভুজ, কভু চতুর্ভুজ,
কভু ষড়ভুজ আনন্দ স্বরূপ।
মানস জ্ঞানের অন্তরে জাগিছে
ভকত মানস নয়নে হেরিছে
যারে ধ্যানে জ্ঞানে, কেহ নাহি জানে,
সে অখিল দেবে প্রেমেতে সেবিছে,
প্রণয় পুলকে চরণ ধরিছে॥

শ্রীকৃষ্ণ।

সরোজ-প্রতিমা, সুষমা সরমা, সুশীলা, বিমলা, কেন?
বিষাদে মগন, হইয়া এখন, বিবশা হয়েছ হেন?
তুমি যে আমার, তাহা কি আবার, কথায় কহিব হায়!
অনন্তরূপিণী, ওগো সনাতনী, বিশ্ব যে তোমার কায়?
তোমার প্রেমেতে, অস্থির সতত, মনেতে হইয়া রই!
হৃদয় মাঝার, আছে কে আবার, তোমার প্রতিমা বই?
কে পূজে এমতে, কায়মন চিতে, কহ কমলিনী শুনি।
কার নয়নেতে, বারিধি এমতে, ঝরে গো ও বিনোদিনী?
কে হৃদি মন্দিরে, স্থাপিয়া কাতরে, এমন অর্চ্চনা করে?
ভকতি-প্রসূন, আনন্দে এমন, কে কর কমলে ধরে?

কে পড়ে লুটায়ে, বিহ্বল হইয়ে, আমার নামেতে হায়।
অন্তরে অন্তরে, কে ডাকে আমারে, কে করে শীতল কায়?
কার প্রেম হেন, বহিয়া উজান, আমার হৃদয়ে আসে।
কার প্রেম হায়! মোর প্রাণে ধায়, বিপুল তরঙ্গে ভেসে॥
কেবল সত্মতে, অস্থির করিতে, চিন্তার তড়িৎ ধরে?
কাঁপায়ে হৃদয়, ব্যাপি দেহময়, এমতি অসাড় ক'রে?
স্নায়ুতে স্নায়ুতে, তড়িৎ গতিতে, রেণুতে রেণুতে যায়।
ভাবের আগারে, প্রণয় আকারে, পরাণ ভুলায়ে লয়॥
আমি যে আমার, নাহি থাকি আর, তোমার করিয়ে লও।
আমার যে সব, হৃদয় বৈভব, সখিরে ভুলায়ে দাও॥
আপনে আপনি, হেরিগো যখনি, হেরি ও বদনখানি।
নয়ন মুদিয়ে, হৃদয়ে ধরিয়ে, গলিরে সোহাগ মণি॥
সব সমর্পণ, করিয়া কেমন, ভাসিছ পরম সুখে!
দেহ প্রাণ মন, ত্যজি সর্ব্বধন, ধরেছ আমারে বুকে॥
আমা ছাড়া আর, কিছু না তোমার, আমিই তুমিগো হই।
জীব শিব ভেদ, জগতে প্রভেদ, অভেদ অন্তরে রই॥
তোমা ছাড়া হ'য়ে, রহিব কি প্রিয়ে, বায়ু যে বাঁধিয়া রাখে।
মনের তরঙ্গ, করি সদা রঙ্গ, দুকূলে বহিতে থাকে॥
আমার মনেতে, তোমার প্রাণেতে, মরুতে বাঁধা যে আছে।
তুমি ভাব যাই, আমি ভাবি তাই, এমতি রহি গো কাছে॥
দেখা নাহি হ'লে, অন্তর শিকলে, হৃদয় কন্দরে টান।
তিষ্ঠান না যায়, ফেল হেন দায়, অস্থির করিয়া প্রাণ॥
আলোক কিরণে, রশ্মি হেন হানে, তোমায় আমায় বাঁধে।
ভুবনমোহিনী, রাই কমলিনি, দেখাও সুঠাম ছাঁদে॥

দেখিতে তেমন, না হবে কখন,
ধরাধামে আর বিনা কৃষ্ণধন ॥

এ হেন বনেতে জগত ঈশ্বরী,
সর্ব্ব সুখকর শ্রীনাথেকে স্মরি,
চরণ পঙ্কজে, নয়ন অম্বুজে,
প্রদানি প্রেমেতে হন মুগ্ধকরী।
পূজেন শ্রীপদ লইয়া কিশোরী ॥

বৃন্দার গোবিন্দ আনয়ন।

আজিগো কিশোরী ধরেছি হরি,
জুড়ায়ে জীবন, জুড়ায়ে নয়ন,
জগত কারণ, হৃদয় রঞ্জন,
চরণ কমলে, নয়ন সলিলে,
মন সাধে সখি সিঞ্চেছি বারি ॥

বুঝিতাম নাহি কেমন শ্যাম,
কেন সে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাম,
কেমন মুরারি, শিখি পাখাধারী,
কেন বা কিশোরী পূজে সদা হরি,
জাগ্রতে নিদ্রাতে লইয়ে শ্যাম ॥

কেন বা চরণে নূপুর বাজে,
জগতের হরি কেন বা সাজে,

কিশোরী কারণ, হরি যে এমন,
ভকত অধীন ভাবিনি কখন,
যে ভাবে যেমনে, তাহার তেমনে,
ভকত অধীন, মনে বিরাজে ॥

করুণা নিধান, বঙ্কিম নয়ন,
বিপদে কাণ্ডারি দয়াল হরি,
প্রাণাধিক প্রিয়, পরম আত্মীয়,
দীন দয়াময় ভব কাণ্ডারি ॥
বিশ্বের বিধাতা, জীবনের পাতা,
তবু প্রেমে বাঁধা প্রেম ভিখারি ॥

মাইছে আনন্দে, পেয়ে শ্রীগোবিন্দে।
নিকুঞ্জ হইতে উঠিছে রোল,
বাজিছে মৃদঙ্গ বাজিছে ঢোল ॥
বীণার ঝঙ্কার, পাছু কপি তার,
সুন্দরী সুরেতে কাঁপিছে স্থল।
হরির কীর্ত্তনে, বিজন বিপিনে,
স্বরগ সমান উঠিছে রোল ॥

বৃন্দা।

উঠগো কিশোরি আসিছে শ্রীহরি,
চরণ নূপুর, বাজিছে মধুর,
বাজিছে বাঁশরী রাধিকা করি।

শুনি বংশীধ্বনি বিহগের কুল,
মধুর ঝঙ্কারে করিল আকুল,
নিকুঞ্জ পূরিল, অলি গুঞ্জরিল,
কদম্বেরি মূলে ময়ূরী নাচিল,
শ্যামলি ধবলি আনন্দে ধাবিল,
ধাবিল যতেক গোপিনীর কুল ॥

কুসুম আসনে, কুসুম ভূষণে,
রাই কমলিনী রয়েছে শয়নে,
স্থির সৌদামিনী, চম্পক বরণী,
জগত মোহিনী, পরম পাবনী,
নিস্পন্দ শরীরে হৃদয় রতনে,
ভাবিছে একান্তে মানস নয়নে ॥

ধুইছে চরণ নয়ন সলিলে,
পূজিছে প্রেমের কুসুমে বিরলে,
মানস নয়নে, মদনমোহনে,
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
অতুল আনন্দে রয়েছে বিহ্বলে,
নাচিছে মুরারি মানস কমলে ॥

সখীরা আনন্দে প্রভাতি গাইছে,
কোকিলা ঝঙ্কারি পঞ্চমে মাতিছে,
পিকের কূজন, অলির গুঞ্জন,
মঞ্জীর নিক্বণ, সঙ্গীত বাদন,

তরঙ্গে তরঙ্গ উথলি উঠিছে,
সুন্দরী সুন্দর তালেতে নাচিছে॥

কিবা অনুপম মধুর মাধুরী,
কিবা সুখপূর্ণ আনন্দ লহরি,
অতুল সুন্দরী, রাধা সহচরী,
সখী সবে ঘেরি, নাচিছে আমরি,
যেমতি চপলা, করিতেছে খেলা,
শারদ চন্দ্রমা চৌদিকেতে ঘেরি॥

এ হেন সময়ে মুরলী বাজিল,
শ্যামসহচরী সুখেতে নাচিল,
ময়ুর ময়ূরী, উচ্চরব করি,
সহকার হতে শ্রীহরি ডাকিল,
কোকিল কূজনে বিজন পুরিল॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

কেন হেন সাধ, এ বিষম বাদ, কহত কহত শুনি!
কার অনুরোধে, ফেলিয়া প্রমাদে, ফির বনে গুণমণি॥
কার অনুরোধে, কহত শ্রীরাধে, রাখিবে জীবন ধরি।
কে আছে রাধারি, কে আছে আমারি, কে ভব দুঃখের তরি
দীনহীন জনে, অপরাধিগণে, কে ত্রাণ করিতে ফিরে?
ভবের কাণ্ডারি, বলি তুমি হরি, কলঙ্ক ল'য়েছি শিরে॥

ত্যজেছি সকলে, আত্মীয় স্বদলে, তোমারি চরণ স্মরি।
একুল ওকুল, ঘুচিল দুকুল, অকুলে ভাসিল তরি॥
তার নিজ গুণে, হীন অভাজনে, চরণে জীবন আছে।
তব অনুরোধে, নাহি কিছু বাধে, ভবভয় পড়ে পাছে॥
তব প্রেমে গলি, ঘুচেছে সকলি, নাম মাত্র সব আছে।
তুমি দুঃখবারি, তুমি তাপহারি, রাখহে চরণ কাছে॥
কত কথা বলে, আত্মীয় স্বদলে, সহি সব পদ স্মরি।
প্রেমবিন্দু দাও, কলঙ্ক ঘুচাও, সুপথ দেখাও হরি॥
অভাব তোমার, যেন হে রাধার, জীবনে নাহিক হয়।
শেষ দিন যেন, ওই শ্রীচরণ, পরশে প্রায় সে লয়॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার প্রতি।

কেন ভাব অকারণ?

হৃদয় যেমন, করে আকিঞ্চন, তেমতি মিলিবে ধন।
মন যারে কয়, বুঝা কষ্ট নয়, মুকুর স্বরূপ যেন॥
যে দিকে রাখিবে, সে ছায়া পাইবে, হৃদয়ে এ কথা মেন॥
সুখের আশায়, যার প্রাণ ধায়, ঐহিক সুখেতে মজে।
হয় পুণ্যজন, সে যদি কখন, জগপতি পদ ভজে॥
পেয়েছ জীবন, স্বাধীন যেমন, সুজন পথেতে রও।
বিহগের সাথে, ভজ প্রাণনাথে, সুখ দুঃখ সম সও॥
ছাড় প্রিয় যত, অনিত্য সতত, সে সুখেতে কিবা ফল।
পদ্মপত্র জল, সতত চঞ্চল, করে সদা টলমল॥
হরিনাম ক'রে, বুঝিবে অন্তরে, কি সুধা ইহাতে আছে।
সহস্র নয়নে, দেখিবে কেমনে, নব শোভা ধরিয়াছে॥

শুষ্ক তরুচয়, মঞ্জরিত হয়, ফুলে ফুলে শোভা পায়।
হৃদয় কানন, হয় তপোবন, তমসে আলোক ছায় ॥

বৃন্দা ও শ্রীরাধা ।

কি ভাবিছ গো কিশোরি ?
দেখ না নিরখি, নিকুঞ্জের পাখি,
নীরদ বরণ শ্যামচাঁদে দেখি,
হাসি হাসি বলে, বংশীধারী এলে,
বল না কি বলে বাঁশরী বাজালে,
হৃদয় অমিয় অমৃতে ভাসালে,
করিলে স্বরগ পুরি !

ওরে ফুলকুল, কেনরে আকুল,
কিসের আনন্দ সৌরভে ব্যাকুল,
কেন নড়ে নড়ে, বলিছ নিঃসাড়ে,
দেখিতে দিবে না হরি !
রাখ না কেমনে ? রাখিবে বিজনে,
লুকায়ে মাধবে, দেখি ভক্ত তবে,
হরির চরণে, শ্রীরাধা যতনে,
বেঁধেছে নূপুর, ধরি ॥

বনফুল হার, বনে কিবা আর,
দুঃখিনী শ্রীরাধা শ্যামে দিবে তার,

অর্পিবে যতনে, শ্রীমধুসূদনে,
ভকতি চন্দন মাখি।
কহ বনলতা, তব মন কথা,
শ্রীহরি দেখিয়ে হাসিছ কি হেথা,
দিয়া ভুজলতা, বাঁধ হরি হেথা,
যাইতে দিও না সখি॥

বনের বিহগ বল বল শুনি;
কাহার সঙ্গীতে মাতাও মেদিনী,
কে শুনিবে বল, মধুর কল্লোল,
কাহার প্রেমেতে হয়েছ আকুল,
গিয়া সিন্ধুপারে, কভু গিরি'পরে,
কার গুণকথা শুনাও কাহারে?

আজি দলে দলে, রয়েছ কি ব'লে,
শ্রীহরি পাইয়া গেছ বুঝি গলে?
তাই সুমধুর, সঙ্গীতে সুন্দর,
হরির কীর্ত্তনে হ'য়েছ অধীর।
প্রাণ ভাসাইছ সে নামে মধুর॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বৃন্দা।

চেয়ে দেখ, বিনোদিনি!
যে হৃদকমলে, নাচে হেলে দুলে,
যার প্রেমে গলে, ভাস নেত্রজলে,
এই সে মুরারি, বাঁকা বংশীধারী,
চেয়ে দেখ চন্দ্রাননি!!

নবীন নীরদ, কেন সাধ বাদ, দেখাতে গোলক হরি।
তোর আবরণে, নীরদ বরণে, রাখেরে গোপন করি॥
সাধে কেঁদে কেঁদে, রাই চোক মুদে, হেরিছে হৃদয় শ্যামে!
(ওগো) মুখ তুলো রাই, দেখ গো কানাই, রেখেছে তোমারে বামে॥
চরণ নূপুর, শ্রবণ মধুর, ডাকিছে কিশোরি শুন।
অন্তরে বাহিরে, দেখ প্রেমভরে, জগপতি শ্রীচরণ॥

শ্রীরাধা।

আজি এলে বংশীধারী,
বিপিনবিহারী, ভবের কাণ্ডারী, বিতরিতে শান্তি বারি॥
তব পদ চেয়ে, কলঙ্কিনী হ'য়ে, আছি বনে বনমালী।
যদি ঘৃণা কর, করুণা না কর, মরণে ঘুচাব কালি॥

কি তুমি নিঠুর, তাই সুরাসুর, তোমারে বুঝিতে নারে।
আমার এ আশা, যেন মৃগতৃষা, এ জীবন নাশিবারে ॥
হৃদয় বেদনা, কি তুমি জান না, অন্তর্যামী তুমি হরি।
সংসার বিলাসে, বৃথা সুখ আশে, পাছে মজি ভয় করি ॥
দেহ হৃদে পদ, ঘুচাও বিপদ, বিপদে বিপদ হারী।
অন্তরে বাহিরে, সংসার সাগরে, ভরসা চরণ-তরী ॥
অধম তারণ, দিয়া দরশন, ঘুচাও যাতনা মম।
এ ভব কানন, কুসুম রতন, সব তব প্রতারণ ॥
ফুলে মধু ঝরে, সুবাস বিতরে, হৃদয় আকৃষ্ট করে।
কিন্তু কতক্ষণ, সে শোভা এমন, কিছু নহে ক্ষণপরে ॥
তাই দয়াময়, ও পদ অক্ষয়, আমারি সহায় হয়।
শোক তাপে মন, হেরি অলক্ষণ, স্মরণে লভে হে জয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

কি জন্য কিশোরী মলিনা রও ?
তোমারি অন্তরে, অবিরাম ভরে,
আছি বিদ্যমান, তবু ম্রিয়মান,
কি জন্য কিশোরি প্রকাশি কও ?

তোমার কঠোর সাধনে দেখ !
এই শিখিপাখা, তব নাম লেখা,
ধরেছি নীরবে, পরম হরষে,
ধরেছি বাঁশরী স্বহস্তে দেখ !!

এই দেখ তব বনমালা গলে,
রাধা রাধা বলি হৃদি'পরে দোলে,
পীতাম্বর ধড়া, এ মোহন চূড়া,
শ্যামলী ধবলী নহে কাছ ছাড়া।
কঙ্কণ বলয়, দেখ মণিময়,
পরায়েছ যাহা রয়েছে গো পরা॥

ওগো সেই দিন, নহে বহুদিন,
ত্যজে এই বাঁশী, ধরায়েছ অসি,
নরশিরমালা, ত্যজি বনমালা,
পরেছি কিশোরী সাধনে তোমারি
কিবা আছে সাধ পূরাতে তোমারি॥

কোনরূপ ধরি পূরাব কামনা,
আছে কি মনেতে শ্রীরাধা বলনা?
গিরি করে ধরি, গোবর্দ্ধন ধারী,
মনে কি মানিবে আমি তব হরি,
তোমারি প্রেমেতে সতত শিহরি॥

দেখ চেয়ে দেখ নিমেলি নয়ন,
পরম আনন্দ পূরিত ভুবন,
সব সুশোভন, সুখে বিমোহন,
আনন্দ দেবের আনন্দ কীর্ত্তন,
এক মনে তাঁরে করিছে পূজন॥

অন্তরে যেমন শ্রীহরি রয়েছে,
তেমতি বাহিরে, ললিত আকারে,
অপরূপ রূপ মাধুরী খেলিছে।
জগপতিরূপ, সম্ভব কিরূপ,
ভকতি কল্পিত প্রকাশ সেরূপ,
কভু বা দ্বিভুজ, কভু চতুর্ভুজ,
কভু ষড়্ভুজ আনন্দ স্বরূপ।
মানস জ্ঞানের অন্তরে জাগিছে
ভকত মানস নয়নে হেরিছে
যারে ধ্যানে জ্ঞানে, কেহ নাহি জানে,
সে অখিল দেবে প্রেমেতে সেবিছে,
প্রণয় পুলকে চরণ ধরিছে॥

শ্রীকৃষ্ণ।

সরোজ-প্রতিমা, সুষমা সরমা, সুশীলা, বিমলা, কেন ?
বিষাদে মগন, হইয়া এখন, বিবশা হয়েছ হেন ?
তুমি যে আমার, তাহা কি আবার, কথায় কহিব হায় !
অনন্তরূপিণী, ওগো সনাতনী, বিশ্ব যে তোমার কায় ?
তোমার প্রেমেতে, অস্থির সতত, মনেতে হইয়া রই !
হৃদয় মাঝার, আছে কে আবার, তোমার প্রতিমা বই ?
কে পূজে এমতে, কায়মন চিতে, কহ কমলিনী শুনি।
কার নয়নেতে, বারিধি এমতে, ঝরে গো ও বিনোদিনী ?
কে হৃদি মন্দিরে, স্থাপিয়া কাতরে, এমন অর্চ্চনা করে ?
ভকতি-প্রসূন, আনন্দে এমন, কে কর কমলে ধরে ?

কে পড়ে লুটায়ে, বিহ্বল হইয়ে, আমার নামেতে হায়।
অন্তরে অন্তরে, কে ডাকে আমারে, কে করে শীতল কায়?
কার প্রেম হেন, বহিয়া উজান, আমার হৃদয়ে আসে।
কার প্রেম হায়! মোর প্রাণে ধায়, বিপুল তরঙ্গে ভেসে॥
কেবল সতত, অস্থির করিতে, চিন্তার তড়িৎ ধরে?
কাঁপায়ে হৃদয়, ব্যাপি দেহময়, এমতি অসাড় ক'রে?
স্নায়ুতে স্নায়ুতে, তড়িৎ গতিতে, রেণুতে রেণুতে যায়।
ভাবের আগারে, প্রণয় আকারে, পরাণ ভুলায়ে লয়॥
আমি যে আমার, নাহি থাকি আর, তোমার করিয়ে লও।
আমার যে সব, হৃদয় বৈভব, সখিরে ভুলায়ে দাও॥
আপনে আপনি, হেরিগো যখনি, হেরি ও বদনখানি।
নয়ন মুদিয়ে, হৃদয়ে ধরিয়ে, গলিরে সোহাগ মণি॥
সব সমর্পণ, করিয়া কেমন, ভাসিছ পরম সুখে!
দেহ প্রাণ মন, ত্যজি সর্ব্বধন, ধরেছ আমারে বুকে॥
আমা ছাড়া আর, কিছু না তোমার, আমিই তুমিগো হই।
জীব শিব ভেদ, জগতে প্রভেদ, অভেদ অন্তরে রই॥
তোমা ছাড়া হ'য়ে, রহিব কি প্রিয়ে, বায়ু যে বাঁধিয়া রাখে।
মনের তরঙ্গ, করি সদা রঙ্গ, দুকূলে বহিতে থাকে॥
আমার মনেতে, তোমার প্রাণেতে, মরুতে বাঁধা যে আছে।
তুমি ভাব যাই, আমি ভাবি তাই, এমতি রহি গো কাছে॥
দেখা নাহি হ'লে, অন্তর শিকলে, হৃদয় কন্দরে টান।
তিষ্ঠান না যায়, ফেল হেন দায়, অস্থির করিয়া প্রাণ॥
আলোক কিরণে, রশ্মি হেন হানে, তোমায় আমায় বাঁধে।
ভুবনমোহিনী, রাই কমলিনি, দেখাও সুঠাম ছাঁদে॥

(তোর) চম্পক বরণ, দেখিয়া যতন, চম্পকে করিতে হয়।
বিমল বদন, চাঁদের যেমন, দেখিতে হৃদয় চায় ॥
বিকচ কমল, নয়ন নিটোল, তারকা তাহাতে জ্বলে।
অধর হাসিতে, সুধার রাশিতে, প্রেমের তরঙ্গ খেলে ॥
(তোর) মুকুতা দশন, কুসুম হসন, নিকুঞ্জ আলোক করে।
ফুলের বসনে, ফুলের আসনে, হৃদয় শাসন হরে ॥
ফুলের বন্ধনে, বেঁধেছ এমনে, কে তাহা খুলিতে পারে?
ফুলের কুমারী, ফুলের মাধুরী, মোহিত হৃদয় করে ॥

শ্রীরাধা।

সাধে কাঁদি কৃষ্ণ পড়ি পদতলে!
হারাই হারাই, হৃদয়ে সদাই,
বড় ভয় তাই, কি জানি কানাই,
ত্যজিবে আমায় কখন কি ছলে ॥

কি জানি তোমার কিবা মনে আছে!
বিপিন বিহারি, গোবর্দ্ধন ধারি,
চরণে তোমারি, দেহার্পণ করি,
তবু ভয়ে মরি দীনবন্ধু হরি—
পাছে তুচ্ছ করি ত্যজ রাধা পাছে ॥

বঙ্কিম নয়নে, নিরখি বদনে,
কিবা মৃদু মৃদু মধু হাস।

পরাণ আমারি, উঠয়ে শিহরি,
বুঝি ত্যজিবে তাই প্রকাশ॥ ৩
বাড়াও হে গর্ব্ব, করিতে সে খর্ব্ব,
ওহে, মনে মনে ভাল জানি।
কথন যে কার, বুঝে সাধ্য কার,
ওহে নাহিক ও কথা মানি॥

পতিতপাবন, বিঘ্ন বিনাশন, বিপদে ও পদ স্মরি।
কলুষ নাশন, অধম তারণ, চরণ শীরষে ধরি॥
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, তোমার মহিমা জ্যোতি।
সম্পদে বিপদে, যেন তব পদে, অকপটে থাকে মতি॥
জীবন মরণে, তোমারি চরণে, দিন যেন করি ক্ষয়।
আদেশ তোমারি, শীরষেতে ধরি, পালন করিতে হয়॥
করুণা বিতর, সদা কৃপা কর, পরম করুণাময়।
ভুবন মোহন, রাধার জীবন, তব পদে পায় লয়॥
পাপ পুণ্য গণ্য, তোমা বিনা অন্য, কিছুই নাহিক জানি।
জীবন আধার! হৃদয় মাঝার, করহে মুরলী ধ্বনি॥
প্রীতি পুষ্প দিয়ে, তোমারে পূজিয়ে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
মানসনয়নে, হেরি তোমা ধনে, মনের আনন্দে হাসি॥
কুটিল হৃদয়, কুচিন্তা আলয়, তোমারে ধরিতে নারে।
তাই কৃষ্ণ কাঁদি, বহি যায় নদী, রাধা কি সহিতে পারে?
অকলঙ্ক তুমি, কলঙ্কিনী আমি, মুক্ত কর হৃষিকেশ।
তুমি অন্তর্যামী, ত্রিভুবন স্বামী, নাহি তব মায়া লেশ॥

কিঙ্করী কাতরে, মরে হাহা করে, অভয় চরণ দেহ।
বিজন বিপিন, পাইতে চরণ, করেছি আনন্দ গেহ॥
দুঃখ যাতনায়, বিপদ সময়, দরশন যেন পাই।
যেন তব নামে, শ্রীগোলোকধামে, চরমে আনন্দে যাই॥
তোমার নামেতে, সুধা এ জগতে, উথলি উথলি উঠে।
ময়ূর ময়ূরী, ভ্রমর ভ্রমরী, তব নামে সুখে ছুটে॥
দিবাকর কর, সুধার আকর, সুধাময় সব হয়॥
মলয় সঞ্চারে, মধু বৃষ্টি করে, ভুলোক স্বরগময়॥
সরিতেতে সুধা, মেঘে মাথা সুধা, চরাচর সুধা ক্ষরে।
হৃদয় মাঝারে, সাগর আকারে, সুধা বহে প্রেমাধারে॥

কেন মাঝে মাঝে, অপরূপ সাজে,
দিয়া দরশন হে কাল শশী।
হৃদয় আকাশে, লুকাও কি আশে,
ঘন মেঘ পাশে ছড়ায়ে মসী?
চিরদিন কিসে, পূরাইয়া আশে,
তোমারে হেরিব আনন্দে ভরি।
দীনবন্ধু হরি, ও চরণ ধরি,
এমন সাধন হবে কি করি॥
বাক্যেতে মনেতে, প্রাণেতে চখেতে,
রাখিব কিসেতে কি করি বল।
এত প্রেম কোথা, পাইবেক রাধা,
তোমারে বাঁধিতে অনন্ত কাল॥

শ্রীকৃষ্ণ।

জগতমোহিনী, হৃদয় তোষিণী, রে নবনলিনী রাই!
তব প্রেমদায়ে, অধীর হইয়ে, বনে বনে ফিরি তাই॥
নাহি কিছু আর, যা ছিল আমার, সুধিতে তোমার ঋণ,
তাই ক্ষুণ্ণ মনে, হয়েছি নবীনে, প্রেমের ভিক্ষারি দীন।
গোপীদের কাছে, যত প্রেম আছে, মাগিব লইয়া ঝুলি,
সন্ন্যাসী হইব, প্রেম মাগি লব, দ্বারে দ্বারে "রাধে" বলি।
সাগর সমান, তব প্রেম প্রাণ, না আছে আধার মোর,
কোথায় রাখিব, সে প্রেম বিভব, এ খেদে হতেছি ভোর।
ক্ষুদ্র মোর প্রাণ, তব প্রেমদান, বহিতে ইহারে না'রে,
তাই দীনবেশে, যোগী হ'য়ে শেষে, ফিরিব সবার দ্বারে॥
চরণ চুমিয়া, নেত্রবারি দিয়া, ধুয়াব যতনে তায়,
রাখিব হৃদয়ে, প্রাণেতে বাঁধিয়ে, জুড়াব হৃদয় কায়॥
সাজাব সুন্দরে, ভালবাসা দিয়ে, কমল বদন তব,
নড়িব চড়িব, ওরূপ দেখিব, দিব গো যা আছে সব॥
রাধা রাধা বলি, নাচিব কেবলি, বাজাব মধুর বাঁশী,
তব প্রেমদায়ে, মন প্রাণ দিয়ে, হইব বিপিনবাসি।
ভ্রমি দেশে দেশে, ভিখারির বেশে, তব প্রেম বিতরিব,
জগত ভাসিবে, তব প্রেমার্ণবে, বিভোর হইবে সব।
তব নাম ধরি, কি দিবা শর্ব্বরী, সকলে মোহিত হবে,
আনন্দ উৎসবে, জীবন কাটাবে, জয় রাধা বলিবে সবে।
তুমি মনে মনে, যে প্রেম বন্ধনে, আমারে বন্ধন কর,
সাধ্য কি আমার, তোমা' ত্যজিবার, আমি যে তব কিঙ্কর॥

ভক্তির যে দাস, করি পূর্ণ আশ, তাহা কি নাহিক জান,
যে আমায় ডাকে, প্রাণ দিয়ে তাকে, সুস্থির করি সে প্রাণ ॥
ফিরি প্রাণে প্রাণে তুষি সুধা দানে, ভাসাই আনন্দে মন,
শান্তি নিকেতনে, সুখের মিলনে মিলাই জীবন ধন ॥
রাধে! তোমা বই, আমি আমি নই, কি কব অধিক আর,
নির্গুণ আমায়, সগুণ নিচয়, করেছে প্রেমী তোমার ॥
চিন্তা বিরহিত, ছিল মোর চিত, চিন্তা প্রদানিলে তুমি,
ভাবে ভেসে যাই, তব প্রেমে রাই! লভিয়া এ বিশ্বভূমি ॥
ধরেছ এ কায়া, কি অসীম মায়া, হারিলাম গো বুঝিতে,
তাই পদ ধরি, সদা তুষ্ট করি, পড়ি তব চরণেতে ॥
না পেলেম মন, না দিলে চরণ, কেমন এ রীত তব?
বঞ্চিতে চরণ, তাই কি এমন, করিছ ছলনা সব?
কর যাহা কর, চরণ বিতর, আর না কিছুই চাহি,
রে মনমোহিনী, চারু চন্দ্রাননী, চরণ পঙ্কজ দেহি ॥

শ্রীরাধা।

বলোনা বলোনা, ও কথা বলোনা, মিনতি তোমার পদে,
পাপের যাতনা, সহেনা সহেনা, সহেনা ও কথা হৃদে।
মনে সদা করি, পাপী পরিহরি, ও পদ হৃদয়ে ধরি,
হে দীন-তারণ, কর কর ত্রাণ, পূরাও বাসনা হরি!
প্রাণ-প্রীতি-ফুল, অতি সুশীতল, বিকাশিছ প্রেমবাসে,
তুলিয়া তাহায়, দিব তব পায়, পূরাইয়ে চির আশে।
আছে কি আমার, এই উপহার, লহ হে চরণে তুমি!
তোমারি হে ধনে, তোমারি চরণে, প্রদানি জগত-স্বামি!

পূর্ণ পরাৎপর, অগম্য অপার, কতই ছলনা জান,
সাধ্য হয় কার, বুঝিতে তোমার, কিরূপ অসীম প্রাণ॥
আমি ভেবে ভেবে, এ প্রাণ বনে সদাই হারায়ে যাই,
জলে স্থলে শূন্যে, রসাতলে ব্যোমে, মিলাই সকল ঠাঁই।
ওহে সুখকরী, ভব-দুঃখহারী, এই ভিক্ষা পদে করি,
পলকে পলকে, প্রভু হে তোমাকে, যেন হে সতত স্মরি॥

গীত মূলতান।

অগতির গতি তুমি, ওহে শ্যাম সুশীতল।
ডাকি হরি সকাতরে, দেহ হে চরণে স্থল॥
উপায় নাহিক কোন, বিনা তব শ্রীচরণ,
ও পদে দাও শরণ, ওহে হৃদয় সম্বল।
সুমতি কুমতি তুমি, তুমি শূন্য তুমি ভূমি,
কে বুঝে জগত স্বামি, তুমি স্বর্গ রসাতল॥
এমন কি দিন হবে, শ্রীচরণে স্থান দিবে,
রাধা ও চরণ পাবে, প্রাণ সখা হে দয়াল।
যদি কভু কৃপা হয়, এই ভিক্ষা কৃপাময়,
দেহ যেন পায় লয়, লভি ও পদকমল॥

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

শ্রীরাধা।

হেন স্তব করি জগৎ ঈশ্বরী.
অচল ভক্তিতে শ্রীচরণ ধরি,
প্রেম অশ্রুনীরে, বিগলিত করে,
দয়াল ঈশ্বরে, মন মুগ্ধ করি
করিলেন কত অর্চ্চনা কিশোরী ॥

নিস্তব্ধ হইল সখিরা তখন,
দাঁড়ায়ে রহিল পুত্তলি যেমন,
নির্ব্বাক সকল, কম্পিত বিকল,
ভাবিতে লাগিল একি অলক্ষণ
জগৎ ঈশ্বরে আমরা কখন,
ভাবিনি এমতে, ভাবিনি পুজিতে,
কত মহাপাপে ডুবেছি এখন,
যা ছিল হ'য়েছে অদৃষ্ট লিখন ॥

ধন্য শ্রীরাধিকা ধন্য পুণ্য তার,
তাই সে বুঝেছে মহিমা অপার,
তাই ভক্তিভাবে, সদা কৃষ্ণ ভাবে,
আমরা নির্ব্বোধ দোষ ধরি তাঁর,
মান তার নহে ভজনা তাহার ॥

তাই দিবা নিশি, শ্যাম চাঁদে মিশি,
চকোর যেমতি পেয়ে পূর্ণ শশী,
অমিয় অমৃত, দেবের বাঞ্ছিত,
পিয়ে অবিরল শ্রীরাধা বিলাসি।
তাই দেব দেব, সেই বাসুদেব,
অধীন সতত, শ্রীরাধা নামেতে,
ক্ষণ না দেখিলে, প্রেমাধিনী বলে,
বাঁশরী বাজায়ে ডাকে কাল শশী॥

আহা কোকনদ লাঞ্ছিত এ তনু,
কুরঙ্গ নয়না ভুরু কাম ধনু।
চন্দ্রমা সরোজে, বদনে বিরাজে,
অনুপমা বালা ভাবে সদা কানু।
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
দেখেন কিশোরী সেই কৃষ্ণ ধনে,
ডাকেন সতত কোথা আছ কানু।

শিরীষ কুসুম সদৃশ কোমল,
সুবর্ণ সদৃশ কঠিন বিমল,
পদ নখ শোভা, সৌদামিনী আভা,
দেখিতে কমলা অচলা কেবল।
কে বুঝে কখন, মহামায়া মন,
কিরূপ কখন প্রকাশিত বল?
মুনি যোগ যাগে, যে হৃদে না জাগে,
তাহারে বুঝিতে নহেক সরল॥

বহু পুণ্যফলে শ্রীরাধা চরণ,
আমরা সেবিতে জন্মেছি এখন।
যে চরণ তরে,　　শ্রীহরি কাতরে,
দেহি পদ বলি করে সম্ভাষণ ;
সে পদ চিনিতে,　　কে পারে পৃথ্বীতে,
প্রেমে মত্ত যাহে শ্রীমধুসূদন ॥

নলিনী-নয়না, চারু চন্দ্রাননা,
জগত মঙ্গলে সতত বিমনা,
কি করি মাধবে,　　জগত তুষিবে,
সেই নিশি দিন করিছে কামনা ॥

কখন কাঁদিছে কখন হাসিছে,
হরি হরি করি কখন উঠিছে,
হরি পদে মন,　　সঁপি সর্ব্বক্ষণ,
হরির মহিমা জগতে ঘোষিছে,
হরি নাম সুধা সবে বিলাইছে ॥

শিখিল বিহগে ডাকিতে কৃষ্ণরে,
শিখিল শিখিতে নাচিতে সুন্দরে,
নাচিল খঞ্জন,　　পেয়ে কৃষ্ণধন,
গোকুল ব্রজের চিনিল অন্তরে,
কৃষ্ণগত প্রাণ সবে একেবারে।

নিকুঞ্জলীলা।

রাধার প্রেমেতে ব্রজের রমণী,
ধাবিল দেখিতে কৃষ্ণ শিরোমণি,
যে হেরে তাঁহারে, নাহি যায় ফিরে,
চরণে শরণ লহে সে তখনি,
প্রেমে ঢলি পড়ে, হরিপদ ধরে,
হরিবোল বলি ভাবে চিন্তামণি ॥

ব্রজের রাখাল ব্রজনাথে মিলি,
চরণে ঢালিল হৃদয় সকলি,
গোলোক-ঈশ্বরে, স্তুতিবাদ করে,
কহিল বাজাতে মধুর মুরলী
শুনিল নিঃশব্দে শামলী ধবলী ॥

যে বাঁশী শুনিল প্রাণ হারাইল,
বংশীধারি-পদে হৃদয় ঢালিল,
নিষ্পাপ শরীরে, নিষ্কাম অন্তরে,
হরিনাম সুধা সবে বিলাইল,
হরিধ্বনি করি জগত মাতিল ॥

লতিকা নাচিল, পাদপ গাইল,
সুন্দর সঙ্গীতে মেদিনী পূরিল,
ভ্রমরা ভ্রমরী, হরি হরি করি,
মাধব মুরলী সহিত গাহিল,
বাঁশরীর রবে জগত মোহিল ॥

তাই রাধা নামে শ্রীহরি কাতর,
রাধে রাধে করি, বনে বনে ফিরি,
কদম্বেরি মূলে যমুনারি কূলে,
সতত আকুলে ডাকে বংশীধারী ॥

সখি সঙ্গীত।

জয় রাসেশ্বর, রাধিকা রমণ, যশোদা জীবন হরি !
জয়, নিকুঞ্জবিহারি, পাপ তাপহারি, মধুর মুরলীধারি ;
জয় হৃষিকেশ, হৃদয় মোহন, সুধাংশু-বদন দেব !
জয়, মদনমোহন, প্রাণপ্রিয় জন, সুর-নর-জন সেব ॥
শান্তি নিকেতন, মঙ্গল-সাধন, জীবের জনম দাতা।
পরম পুরুষ, প্রকৃতি আধার, স্রষ্টা-সংহারক পাতা।
কিবা, কমল বদন, মধুর হসন, গঞ্জিত বিধুর হাস,
কিবা রুচিকর, সুধার অধর, আহা কি মধুর ভাষ !
কিবা, বঙ্কিম নয়নে, ঈঙ্গিত সঘন, হানিছে হরিতে মন,
ঢলিয়া পড়িছে, সবে তারি কাছে, হারায়ে হৃদয় ধন !
কিবা, ঠমকি ঠমকি, মধুর চলনে, নূপুর ঠমকি বাজে,
লভিবার আশে, ভুবন উল্লাসে, কমল যে পদে সাজে !
দেখ, জ্যোতির মাঝারে জীবন জীবন বিতরিয়া প্রেমে হাসে,
ডাকিছে সবায়, আসিবি কে আয়, তাহার হৃদয়াকাশে !
যদি, চাহ রে চরণ, চাহ পুণ্যধন, আয় রে নাচিয়া আয়,
হের ও বদন, ধর শ্রীচরণ, সকলি মিটায়ে যায় ॥

ও, চরণ সুধায়, যে বা স্বাদ পায়, তার কি যাতনা থাকে।
সে যে, সুরতরঙ্গিনী কোলেতে কেমনি গলিয়া প্রাণেশে ডাকে।

হরি হরি বল, পাপ তাপ ভুল, ডাক তাঁরে প্রাণ খুলে।
সংসারের খেলা, করিলে উতলা, ডাকিতে যাবি রে ভুলে॥
স্মরণ লইলে, প্রাণ ঢালি দিলে, কিছু না ভাবনা রবে।
তার চেয়ে প্রিয়, কে হবে দ্বিতীয়, যে তোর হৃদয় লবে॥
বল হরি বল, ভুল রে সকল, লহ রে হৃদয় ধন।
বদন ভরিয়া, হৃদয় পূরিয়া, ডাক রে প্রদানি মন!

কিবা, চাঁচর চিকুর, প্রাণের বিধুর, তাহাতে বন্ধন চূড়া,
কিবা পীতবাসে, দশ দিশ হাসে, আহা কি মোহন ধড়া।
কিবা বনমালা, শোভিতেছে গলা, হরিতে বিশ্বের মন,
কৌস্তুভ রতনে, কি শোভা যতনে, করিতেছে বিমোহন,
কিবা অনুপম, চন্দন বরণ, বিকাশে মধুর বিভা,
নীলকান্তি সনে, দিতেছে যতনে জ্যোৎস্না-সদৃশ আভা।
আহা, মধুর হাসিতে, মোহন রূপেতে, মধুর তরঙ্গ খেলে,
প্রেমে মাতোয়ারা, প্রাণ হয় হারা, প্রেমের হিল্লোলে মিলে।
সুখের সুবাস, ছড়ায়ে উল্লাস, মৃদুল মধুর বহে,
প্রাণসখা সনে, আনন্দিত মনে, সুখ যেন ঘেরি রহে।
করুণা কেমন, হৃদয় রঞ্জন, প্রেম বিতরিতে করে,
সুখ উথলয়, সুবাস মলয়, খেলেরে প্রমোদ ভরে।
সাধে কি কুসুম, করিয়ে সম্ভ্রম, প্রাণেশে তুষিতে ফুটে,
গুঞ্জরিত অলি, হ'য়ে কুতূহলি, সাধে কি সুখেতে জুটে।

ওরে,সাধে কি কোকিলে, পিকরাগ ডালে, প্রাণেশের স্তুতি করে,
সাধে শিখিস্বরে, পঞ্চমে শিহরে, গোপিনাথে নাহি হেরে!
কলনাদে সাধে, যমুনা আহ্লাদে, প্রাণেশ বন্দনা গায়,
স্বরগ হইতে, নব ঘন সাধে, পড়ে কি শ্যামের পায়?
আহা, শ্যাম প্রেম লোতে, উন্মাদ জগতে, কি কব অধিক আর,
নিশিতে নীহার, করে অভিসার, সুধিতে শ্যামের ধার।

কিবা সুবাহু যুগলয়ে, কিরণ বিলায়ে, মনোরম প্রেমে খেলে,
যাহা সাদরেতে, রাধার গলেতে, মালিকা হইয়া দোলে!
যে করে বলয়া, শোভিছে মোহিয়া, যে করে বাঁশরী সাজে,
প্রাণ সদা চায়, রাখিতে তাহায়, তাপিত হৃদয় মাঝে!
আহা, কদম্ব মালাতে, বঁধু বিধিমতে, সেজেছ ভাল হে করে,
দাও একবার, ওই রত্নহার, রাখি হে শিরবে ধরে।
বঁধু, এ জনম মত, এ প্রাণ নিয়ত, যেন হে ও পদ স্মরে,
ভজে দিবানিশি, রাখে প্রাণে মিশি, মজিয়া প্রেমের ভরে;
বাসনা আমার, যেন প্রেমাধার, তোমাতে সতত রয়,
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, তোমার নামের জয়;
বঁধু, যেন তোমা ধনে, হৃদয়ে যতনে, সতত রাখিতে পারি,
চঞ্চলা রমণি, কি করি না জানি, জানত অধমা নারী।
ওহে, পরের কারণ, প্রদানি আপন, কতই যাতনা লও,
পরেরে তুষিতে, হরি বিধিমতে, পরের পসরা বও।
পর হিতে রত, হে বঁধু নিয়ত, ফিরিছ অদৃশ্যে জানি,
পরব্রহ্ম ব'লে, ডাকে হে সকলে, জীবিত যতেক প্রাণি।

ওহে, পরের কারণে, কতই যতনে, কতই কার্য্য হে কর,
পরের নিমিত্ত, হে বিধি সতত, প্রাণ দিয়ে জাগি ঘোর।
পরেরে তুষিতে, আকার ধরিতে, তুমি হে কাতর নও,
পর তরে মন, কর সমর্পণ, দুঃখে দুঃখ কত সও।
বঁধু, তব গুণ কত, আছে শত শত, আমি কি কহিব তায়,
এ আশীষ কর, রসনা আমার, ও নাম চরমে গায়।
সখা, এস সযতনে, হৃদয় আসনে, তোমায় অর্চ্চনা করি,
বাসনা চন্দন, গলায়ে কেমন, রেখেছি প্রণয় ভরি।
ওহে, মন প্রাণ তোরে, পরম আদরে, প্রীতি পুষ্প দান করে,
পীযূষ তাহারি, ল'য়ে ভূরি ভূরি, পিযে হে প্রেমের ভরে।
কল্পনা মাঝারে, লইয়ে তোমারে, কি সুখে যে সদা ভাসি,
মল্লিকার দামে, বিনোদিনী বামে, হেরিয়া কতই হাসি।
চামর ঢুলায়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে, চৌদিকে বেড়াই ঘেরে,
মরি শ্যাম বড়, রাধা কি সুন্দর, অসীম সৌন্দর্য্য হেরে।
মানস ষট্পদ, সদা ওই পদ-কমলে গুঞ্জরে সুখে,
গুণ গুণ স্বরে, কি বলে অধীরে, পীযূষ লইয়া মুখে!
শ্যাম, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গে, মধুরিমা রঙ্গে, প্রেমের কিশোরী ধরি,
জুড়াই এ আঁখি, প্রাণ ভরি দেখি, সার্থক জনম করি।
ওহে রাখ রাখ, হৃদে মোর রাখ, এ মধু মুরতি তব!
আমি, নড়িব চড়িব, ও রূপ হেরিব, করিব মধুর রব॥
নিদ্রায় নীরবে, প্রাণ সখা তবে, প্রাণের ভিতরে রাখি,
মধুরিমা যত, ভুঞ্জিব সতত, মুদিয়া চঞ্চল আঁখি।
উপাধান করে, হৃদয়েতে ধরে, রহিব প্রেমের ভরে,
প্রেমের চুম্বন, বিশ্ব বিমোহন! লভিব যতন করে।

তোমার আদরে, অসার সংসারে, আর না যাতনা রবে,
হাসিতে কাঁদিতে, সঞ্চিতে বঞ্চিতে, আর না জীবন রবে।
সখা, যদি কৃপা করে, হীন অধমারে, তারিতে চরণ দিলে,
শিখাইয়া দাও, যাহা তুমি চাও, রাখ যদি এ অখিলে।
তোমার হইয়া, তোমারে লইয়া, সতত বিহারি যেন,
শ্রীমুখ মাধুরী, হৃদয় বিহারি, করি যেন সদা পান।
তোমার বদন, রূপ নিরূপম, আরো রূপ তাহে হেরি,
ভালবাসা দিয়ে, তাহে সাজাইয়ে, হৃদয় জুড়ায়ে ধরি।
আমার নয়ন ধন্য, প্রিয়জন! সে তব বদন হেরে,
আমার এ কর, সুখের আকর, ধন্য! ও চরণ ধরে।
আমার এ হৃদ, সুখের আস্পদ, যাহাতে বিরাজ কর,
আমার রসনা, পূরায় কামনা, করেছ ধন্য শ্রীধর।
ধন্য রে ইন্দ্রিয়, তোদের আশ্রয়, ভুঞ্জি সে পরম ধন,
মন প্রাণ এবে, লভে তোমা ভবে, তোমার আস্বাদ হেন।
রয়েছি মন্দিরে, যেন কারাগারে, নাহিক সহায় কেহ,
সুখ বা সম্পদ, বিষাদ বিপদ, ভুঞ্জিছি লভি এ দেহ।
এসেছি বা কোথা, যাইব বা কোথা, নাহিক কিছুই জানি,
কেবা রে আত্মীয়, কে হয় অপ্রিয়, কাহারে নাহিক চিনি।
সখা! অকূল পাথারে, বিপুল সাগরে, এমতি সতত ভাসি,
তোমার মায়াতে, হেন বিপদেতে, তথাপি সুখেতে হাসি।
এসেছি একলা, যাইব একলা, কিছুই না সহিত যাবে,
কিসে অন্য জন, হয় হে আপন, বুঝাও আমারে তবে।
জগতের পতি, দীনহীন গতি, তুমি হে দেখায়ে দাও,
হৃদয় মন্দিরে, আসি প্রেম ভরে, মায়া মোহ হে ঘুচাও।

তুমি ভক্তাধিন, ভক্ত চিরদিন, তোমায় দেখিতে পায়,
প্রাণের রতন! দীনের তারণ! প্রাণ যেন তোমা চায়!
সখা! ব্রততী মাঝারে, ত্রিভঙ্গ আকারে, দাঁড়াও মুরলী লয়ে,
তব বিম্বাধর, যেন সুধাকর, উজলে প্রকাশ হয়ে।
কালোর মাঝারে, চিকণ কালোরে, রিমি ঝিমি শোভা পায়,
নাচিয়া নাচিয়া, হৃদয় মোহিয়া, প্রাণ মন গলি দেয়।
আঁধার আগারে, হৃদয় কন্দরে, তুমিরে আঁধার আলো,
প্রেমের কমলে, প্রাণ সখা ওরে, তুমি হে পীযূষ ভাল।
ভালবাসা দিয়ে, হৃদয়ে সাজায়ে, কত ভাল তোমা দেখি,
চরণ রেণুতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, পরম সুখেতে মাখি।
কৃষ্ণ তোমা বই, নাহিরে কেহই, এ যেন মনেতে থাকে,
সাধে কি তোমায়, ডাকি দয়াময়, কে আছে বিপদে রাখে।
কিবা নয়নেতে, কিবা হৃদয়েতে, যখন যথায় থাক,
স্বরূপে সন্তোষ, পাই আশুতোষ, চরমে গোলকে রাখ।
আমি, তোমায় লভিয়া, সকল ভুলিয়া, লভি হে আঁধারে আলো,
জগতের সুখ, ওহে চন্দ্রমুখ, নাহিক লাগে হে ভাল।
আমি, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া, তোমায় লইয়া, বনেতে রহিব সুখে,
বলি হরি হরি, দিবা বিভাবরি, কাটাব আনন্দ মুখে।
মোর ভালবাসা, হৃদয় পিপাসা, কিরূপ বুঝিবে ভবে,
নিজ বিনিময়ে, তোমায় লইয়া, রহিব তোমার ভবে।
নমি চরণেতে, দাসি বিধিমতে, কৃপা করি পদে রেখ,
অগতির গতি, ওহে ভবপতি, অন্তিমে নয়নে দেখ।

সখিগণ।

মধুর সময় মদনমোহন,
দিলে দেখা যদি কমললোচন,
পূর্ণ কর আশ, ঘুচাও নিরাশ,
ভকত অধীন দেখাও কেমন,
রাখহে চরণে দিয়া শ্রীচরণ॥

আমরা ব্রজের অধমা রমণী,
কি করি বুঝিব তো'রে চিন্তামণি।
ভব পারাবারে, দিও পার করে,
ভবের কাণ্ডারী, ভব শিরোমণি,
দীনের দয়াল, গুণে গুণমণি!

পরম পুরুষ, পতিত পাবন,
বিঘ্ন বিনাশন, দেব সনাতন,
ভক্তিতে, প্রেমেতে, লুঠি চরণেতে,
ফিরাও প্রকৃতি দেব নারায়ণ!!
ডাকি হে কাতরে, বন্দি প্রেম ভরে,
ব্যাকুল অন্তরে, বিশ্বাধার তোরে,
রাধার রমণ, নর নারায়ণ,
পরম পুরুষ করি নিরীক্ষণ,
যে পদ পঙ্কজে, দেব দেব ভজে,
সে পদ কমলে ঢালি প্রাণ মন॥

হে শ্যাম সুন্দর, রসিক নাগর,
বৃন্দাবন-ধামে-রাধিকা-বিহারী।
গোপিজনগণ, মানসরঞ্জন,
গিরি গোবর্দ্ধন-ভবভার-ধারী॥
দানব ঘাতন, নন্দেরি নন্দন,
কালেয় কংসাদি রিপুনাশ কারী।
হৃদয় বিহারী, পাপতাপহারী,
ভক্তির উদয় প্রসাদে তোমারি॥

হে রাসবিহারী, মোহ নাশকারী,
মধুর মুরলী মধুধ্বনিকারী।
নটবর বেশে, মধুর সুহাসে,
গোপিনী-মানস-প্রমোদিত-কারী॥
রক্ষ হে চরণে, দীনহীন জনে,
দীনজনপতি ভবের কাণ্ডারী॥

হে নারায়ণ, রমণীমোহন,
রূপ অনুপম সুখময় হেরি।
না ফিরে নয়ন, নাহি ফিরে মন,
সদা আকিঞ্চন শ্রীমুখ নেহারি॥
দেহি বর হেন, গোপি প্রাণধন,
যেন শ্রীচরণ সাধ পূরি ধরি।
মুখে তব নাম সদা যেন করি॥

শ্যাম সুকুমার, সুখের আকর,
প্রাণ নিরন্তর তব কৃপা আশে।
তোমার নামেতে, গলি হৃদয়েতে,
স্বরগ সম্ভোগ তব সহবাসে ॥
বদন কমল, মুখ বিনির্ম্মল,
সম পরিমল বিতরে বিলাসে।
পিয়ে মুখে অতি, নাহি ফিরে মতি,
রহে সদা রতি অতি সুখ আশে ॥
ওহে সুধাকর, রূপের সাগর,
তোহে নিরন্তর মন অভিলাষে।
পলকে প্রলয়, হরি জ্ঞান হয়,
ঘুচাও পলক পূরাইয়া আশে ॥

কে হে সুধাকর, তুমি গুণধর,
প্রাণ নিরন্তর তব মুখ চাহে।
তুমি বিশ্বপতি, তুমি মতি গতি,
দেহি পদে রতি ঘুচাও বিরহে ॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

শ্রীরাধা।

সাধ কি পূরাবে হরি ?
চরণ ঘেরিয়ে, নূপুর হইয়ে, থাকিব চরণ ধরি ॥
হয়ে পীতাম্বর, ঘেরিব সুন্দর, শ্যামল কোমল অঙ্গ।
হইব মুরলী, অধর বিজলী, ত্রিভুবন মোহ ভঙ্গ ॥
হই বনমালা, বড় সাধ কালা, শোভিব হৃদয়োপরে।
চন্দন হইয়ে, প্রেমেতে গলিয়ে, রঞ্জিব ও কলেবরে ॥
অলকা হইয়ে, শ্রীমুখ শোভিয়ে, শোভাতে ডুবিয়া রই।
রূপের সাগরে, ডুবি একেবারে, অরূপ তোমাতে হই ॥
মকুর কুণ্ডল, শ্রবণ উজল, অপরূপ জ্যোতি তায়।
প্রাণ সদা চায়, শোভিতে আভায়, কর দেব তার উপায় ॥
কিবা চূড়া'পর, জগ-মুগ্ধ-কর, শিখিপুচ্ছ শোভাময়।
অমল চন্দ্রমা, তাহে নিরুপমা, প্রকাশিত জ্যোতি রয় ॥
প্রাণ ভরি দেখি, প্রাণ চিরি রাখি, করি মাখামাখি প্রাণে।
মানসে নেহারি, ওরূপ মাধুরী, অপার সাধনা সনে ॥
দেখুক নয়ন, ও চন্দ্রবদন, মিটুগ উহারি আশ।
দেখিবার ধন, নাহি আর কোন, ব্যতীত ও চারু হাস ॥
শ্রবণ বিবরে, মুরলীর স্বরে, আনন্দ লহরী নাচে।
মধুর তানেতে, দেহ ভিতরেতে, সুধা পিয়ে প্রাণ বাঁচে ॥

শ্রীরাধার স্তব।

মাধব মুরলীধর, সুকুমার সুখকর,
মুরলী সঙ্গীতে হর মন।
বিভূহে সে গান শুনে, বিশ্ব শুদ্ধ তব গুণে,
ধন্য দেব অসীম কারণ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, নামে রূপে একরূপ,
আহা কিবা দেখি মিশামিশি।
গলের কুসুমমালা, অম্বরে তারকা খেলা,
আলোমালা ঘেরে যথা শশী॥
শিখিপুচ্ছ বদ্ধ চূড়া, মুকুতা মণ্ডলে বেড়া,
আধ আধ আধ বামে হেলা।
শ্রীমুখমণ্ডল আভা, অলকা তিলকা শোভা,
নীলাম্বরে বিজলীর খেলা॥
শ্রুতিযুগে মনোহর, মকর কুণ্ডল বর,
সুধাকর অংশের সমান।
রাজীব লোচনদ্বয়, আছে ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
প্রেমময় প্রেমে মাতোয়ান॥
কভু শ্যাম কভু শ্যামা, পুরুষ কখন বামা,
নানা লীলা কে বুঝে তোমারি।
কভু বিবসন কটী, কভু পরা পীত ধটী,
এলোচুল, চূড়া বংশীধারী॥
আপন ইচ্ছায় নর, রমণীর বেশ ধর,
আধা নর কভু আধা নারী।

কুটিল অপাঙ্গ ধরি, মোহিলে গো ত্রিপুরারি,
বঙ্কিম নয়নে ব্রজনারী ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন জন ত্রাস,
এ যে হাসে মজে ব্রজবালা।
শোণিত সাগরে নেচে, সর্ব্বনাশি এলে বেঁচে,
নেচে নেচে গোষ্ঠে কর ছলা ॥
শ্যামা চতুর্ভুজা ছিলে, দ্বিভুজ শ্যাম হইলে,
রণময়ী হলে রসময়।
হুঙ্কার কোথায় গেল, মধুর বাঁশী বাজিল,
অট্ট হাসি হলো রসময় ॥
চলিয়া চলিয়া আসে, গলিত চিকুর ভাসে,
দৈত্যনাশে উন্মাদিনী প্রায়।
এ যে শান্ত বিমোহিত, প্রেমসিন্ধু উথলিত,
প্রেম যেন ধরিয়াছে কায় ॥
ব্রজের বালক সনে, খেলিলে শ্রীবৃন্দাবনে,
মজাইলে যত ব্রজনারী।
কোথা হুঙ্করা হুঙ্করী, কোথা যোগিনী ভৈরবী,
পদতলে কোথা ত্রিপুরারি ॥
আধা গৌরী আধা হর, বৃষভ বাহনোপর,
ধর কত মধুর মুরতি।
মরকত কান্তি ছটা, অচল তাড়িত ঘটা,
নর সুর সংশয় সংহতি ॥
শ্যামরূপে ও চরণ, হর করেছে হরণ,
তাই ব্রজে শ্যাম কি হইলে।

দিবে বলি পদছায়া, প্রকাশ করিলে মায়া,
ব্রজধাম আনন্দে পূরিলে ॥
আয়ানে তুষিতে, হরি, রক্ষিতে তব কিঙ্করী,
হর মনোমোহিনী হইলে।
নবীন নীরদ কায়, রুধিরে ভাসিয়া যায়;
ভাসে যথা কিংশুক সলিলে ॥
বনমালা যেথা ছিল, মুণ্ডমালা সুশোভিল,
কুম্‌কুম্‌ মিশাল শোণিতে।
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরেতে উন্মাদিনী,
তড়িত জড়িত সে হাসিতে ॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা,
অমানিশি পড়িল ঝাঁপিয়ে।
নানারূপ মায়া ধরে, অসুর নিপাত করে,
হর হৃদি উঠিলে নাচিয়ে ॥
ক্ষণে ধরাতলে ছুট, ক্ষণেক আকাশে উঠ,
সৃষ্টি যেন দীপ্ত রসাতলে।
প্রলয় অনল জ্বেলে, প্রবল দনুজ দলে,
হাস বামা বিকট বিহ্বলে ॥
রবি শশী দুটি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শোভে শশিরাশি।
কালাগ্নি তৃতীয় নেত্রে, জ্বলিত বিবিধ ছত্রে,
ত্রিভুবন জন সবে ত্রাসি ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিল তাল,
মহাকাল চরণে বিকাশে।

মহাযোগী মহাসুখে, রেখে সে চরণ বুকে;
কৃতার্থ হইয়া সুখে হাসে॥
কে বুঝে তোমার মর্ম্ম, তুমি বেদ তুমি ধর্ম্ম,
তুমি আদি অনাদি কেবল।
পরমা প্রকৃতি তুমি, তুমি শূন্য তুমি ভূমি,
এক তুমি তোমাতে সকল॥
প্রচণ্ড প্রতাপে হায়, সৃষ্টি রসাতলে যায়,
সব দেব দেখে কম্পমান।
বলে কেন অকারণে, করালরূপিণী রণে,
অকালেতে নাশিবেন প্রাণ॥
আসিলে চতুরানন, লইয়া হংসবাহন,
করযোড়ে কত স্তব করে।
কেহ গরুড় আসনে, করে স্তুতি এক মনে,
তুমি বলে মনে হয় তাঁরে॥
বৃষভ বাহনে কেহ, দানব প্রমথ সহ,
তথা আসি হলেন উদয়।
করযোড়ে করে স্তব, সংহারিকে মূর্ত্তি তব,
অসময়ে সৃষ্টিনাশ হয়॥
সখিরা দেখিয়া সবে, মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিতা সবে,
কৃষ্ণ বলি ধরাতে লুটিল।
ঘন মেঘ রূপ ধরি, শত বজ্র শব্দ করি,
মহালোকে দিগন্ত পূরিল॥
অম্বরে উঠিল জ্যোতি, ব্যাপিল দিগন্ত মাতি,
দেবাসুরে সকলি ত্রাসিল।

বিঘোর ঝটিকা সঙ্গে, বিপুল তরঙ্গ রঙ্গে,
শূন্যে গিয়া কোথায় মিশিল ॥
প্রকৃতি হইল স্তব্ধ, ত্রিভুবন হলো মুগ্ধ,
কিছু নাহি পারিল বুঝিতে।
হাস্যমুখ দিনমণি, হাস্যমুখী কমলিনী,
হাস্যমুখী কুসুম শোভাতে ॥
মধুর মঙ্গল ছবি, প্রকাশ করিল রবি,
আনন্দে পূরিল কুঞ্জবন।
বিহগ মধুর স্বরে, বৈতালিক গান করে,
হরষিত সবাকার মন ॥
আয়ান পলায়ে গেল, তব মায়া না বুঝিল,
সখি সবে চেতনা পাইল।
সম্ভ্রমে সকলে উঠি, মুছিল নয়ন দুটি,
কি হয়েছে কিছু না বুঝিল।
দেখিল সম্মুখে তারা, পিনাক মোহিনী তারা,
কোটি চন্দ্র ঝলকত আভা।
নাহি ভয়ঙ্করী রূপ, ভুবনমোহিনীরূপ,
অভয়া চরণ হর শোভা ॥
সুহার লম্বিত গলে, অপূর্ব্ব হীরক জ্বলে,
শান্তিময়ী শান্তির বিকাশ।
বামে খড়্গ নরশির, দ্বিকর হয়েছে স্থির,
দক্ষিণ দ্বিকরে স্নেহ ভাষ ॥
চণ্ডমুণ্ড হার গলে, অসুর নিপাত বলে,
অভয়ার আনন্দ প্রকাশ।

বিকট হাস্যের স্থলে, আনন্দ লহরী খেলে,
প্রফুল্ল বদনে দুঃখ নাশ ॥
অভয়-চরণদ্বয়, শ্যাম কি শ্যামার হয়,
ধ্যানে জ্ঞানে নাহি যায় জানা।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রুধিরে করেছে ভিন্ন,
নূপুরেতে নাহি যায় চেনা ॥
শ্যামের চরণধ্বনি, রুণু রুণু ঝুণু শুনি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তাহা শুনি।
শ্যামা যে সুস্থিরা আজি, কেমনে নূপুর রাজি,
করিবেক রণমত্ত ধ্বনি ॥
যেরূপ ধর না কেন, চরণ বিভিন্ন যেন,
করোনা করোনা হৃষীকেশ।
দিয়াছ ভক্তেরে যাহা, বঞ্চিত করোনা তাহা,
এই ভিক্ষা চরণে প্রাণেশ!
থামিলেন রাসেশ্বরী, হৃদয় সুসিক্ত করি,
নয়ন সলিলে, কত স্তবে।
নয়ন নিমীলি তবে, হৃদয়ে হেরিতে দেবে,
রহিলেন অতি মৌনভাবে ॥

সখীরা সকলে আনন্দে উথলে,
অভিষিক্ত হয়ে সুখনেত্র জলে,
গদ্ গদ ভাবে দিয়া বস্ত্র গলে,
নমিল মস্তক শ্রীকৃষ্ণ চরণে

যতনে প্রণাম করি বহুক্ষণ
করযোড় করি উঠিল তখন
প্রাণ ভরি পুন দেখে শ্রীচরণ
কহিতে লাগিল কাতর বচনে।

ললিতা।

ধন্য কমলাক্ষ! বৃন্দাবন ধন!
ব্রজবালরূপী নন্দের নন্দন,
বিশ্বের আরাধ্য অগতির গতি,
সৃষ্টির নিয়ন্তা তুমি প্রজাপতি;
তুমি সৃষ্টি স্থিতি, তোমাতে প্রলয়,
মহাকাল তুমি, বিশ্ব কর লয়,
তুমি নিরাকার রূপের আধার,
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য কার,
তুমি সর্ব্ব আদি, তুমিই অনাদি,
তোমাতে উদ্ভব দেবদেব বিধি॥
চন্দ্র সূর্য্য তুমি পুরুষ প্রকৃতি;
মানব কখন বরাহ আকৃতি,
অনন্ত মহিমা অসাধ্য সাধন!
দেহি জগদ্গুরো দেহি শ্রীচরণ॥

চন্দ্রাবলী।

বিশ্বের ঐশ্বর্য্য গোপিকাবল্লভ,
তব শ্রীচরণ দেবতা দুর্ল্লভ।

কিশোর, যৌবনে সুদেশ আকৃতি,
সুধীর সুশীল অমৃতের বাতি ;
সাক্ষাৎ আনন্দ, প্রত্যক্ষ স্বরগ,
হৃদয় আলোক, দুর্ল্লভ সংসর্গ ;
নীলকান্ত প্রভা দেবদীপ্ত জ্যোতি,
বহু-পুণ্য তাই এ হেন মূরতি,
উদিত নয়নে, উদিত চৈতন্যে,
বিফল করিয়া হিতাহিত জ্ঞানে,
আশ্বাসিছে সবে করি বরদান,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সর্ব্ব মোক্ষ-স্থান।
লীন হ'য়ে যাই ও রাঙ্গা চরণে,
ভবেশ, প্রাণেশ এই সাধ মনে ॥

মাধবী।

পরম পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ
ত্রিগুণ অতীত তুমি বিশ্বরূপ,
অচ্যুত অব্যয়, ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
অখণ্ড কালের তোমাতে উদয়!
তুমি বিশ্বময় বিশ্বের আরাধ্য,
দেবের দেবতা বোধের অসাধ্য,
পবিত্রের তুমি পবিত্র সাধক।
ত্রিজগত সর্ব্ব তব উপাসক ॥
নবীন নীরদ, বরণ তোমার।
প্রশান্ত সুন্দর বিমল আকার ॥

আহা কি প্রফুল্ল শ্রীমুখ কমল।
কুঞ্চিত কুন্তলে করে ঢল ঢল॥
মানস মধুপ চঞ্চল সতত,
পিবে বলি সুখে অমৃত নিয়ত॥

শশীকলা।

মস্তক উপরি চূড়া মনোহর,
বিবিধ রতনে রঞ্জিত সুন্দর,
শিখণ্ডি পুচ্ছেতে, অপূর্ব্ব শোভাতে
আছে বিরাজিত মুকুতা মালাতে।
অলকা আবৃত শ্রীমুখ কমল,
কোটি শশী সম মধুর উজ্জ্বল।
ললাটে কস্তুরী তিলক ঝলকে,
নাসাগ্র শোভিত মুকুতা নলকে।
নীল ইন্দিবর, সুদীর্ঘ লোচন,
বঙ্কিম উন্নত ভ্রূযুগ শোভন,
ওষ্ঠ অধরেতে শোভিত অরুণ,
অতি মনোরম কমল বরণ!
কুঞ্চিত অধরে মোহন মুরলী
শোভিত যেমতি অম্বরে বিজলী।
মকর কুণ্ডল শ্রবণ শোভন,
মন্দার কুসুম জগবিমোহন,
ত্রৈলোক্য সৌন্দর্য্য একাধারে আজি
শ্রীকৃষ্ণ পাইয়া রয়েছে বিরাজি।

বিশাখা।

কণ্ঠরেখা ত্রয়ে দর্শন শোভন,
বক্র গ্রীবাদেশ অতীব মোহন।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ হৃদয় শোভিছে,
তারা মুক্তা হার এলায়ে পড়িছে।
কদম্বমন্দার মঞ্জু কুসুমেতে,
বিভূষিত দেহ নানাবিধ মতে।
করেতে কঙ্কন কেয়ূর শোভিত,
কটিতে কিঙ্কিনী কাঞ্চি গুণযুত।
কর্পূর অগুরু কস্তুরী চন্দন,
গোরোচনা রাগে শ্রীঅঙ্গ শোভন।
সুবলিত জানু পাদপদ্ম আহা,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ স্বর্গাখ্যাত তাহা।
মঞ্জু মঞ্জীরেতে সদা মনোহর,
নখেন্দু কিরণে অপূর্ব্ব সুন্দর।
দেবেন্দ্র যোগীন্দ্র চিন্তিত আকৃতি,
পূর্ণব্রহ্মরূপ এহেন মূরতি॥
লীন হয়ে যাই ও রাঙ্গা চরণে,
একান্ত বাসনা জীবন ধারণে॥

বৃন্দা।

ওগো মহামায়া, ছাড় ছাড় মায়া, কর দয়া কৃপা করি।
তুমি আদ্যা শক্তি, অনাদ্যা প্রকৃতি, ইচ্ছাময়ী ও কিশোরি

কিরূপে কখন, মহিমা স্থাপন, জগতে প্রকাশ কর।
অনন্তরূপিণী, ত্রিতাপ হারিণী, ধ্যানে নাহি জানে হর॥
কোটি বিশ্ব হয়, ইচ্ছাতে উদয়, কোটিরূপে মায়া ধর!
কভু কৃষ্ণ কালী রাধা বনমালী, আধা নারী আধা নর॥
কভু হর হরি, শঙ্কর শঙ্করী, আধা আধা রূপে আলো।
কভু গো পদ্মিনী, ভানুর নন্দিনী, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনী ভাল॥
ভক্তি স্বরূপিণী, ভক্তি বিধায়িনী, ভক্তিরূপা বরাননে!
তারিতে জগত, হতে কৃষ্ণ গত, শিখালে জগত জনে॥
প্লাবিলে ভক্তিতে, প্রাণ ভিতরেতে, অমিয় অমৃত রসে।
ক্ষণ ভঙ্গু দেহ, বিশ্বনাথ গেহ, করে দিলে ভক্তি রসে॥
দেহীদের মন, সম বৃন্দাবন, তুমি গো করিয়া দিলে।
হেথা কৃষ্ণ ধনে, লইয়া গোপনে, বিহারিতে শিখাইলে॥
উঠ চন্দ্রাননে, বস পদ্মাসনে, গোবিন্দের বাম পাশে।
আশা পূর্ণ করি, হেরি প্রাণ ভরি, হরি প্রিয়া শ্রীনিবাসে॥

মরি কি যুগল রূপ, ত্রিভুবনে অপরূপ,
নাহি হেন রূপ মনোহর।
এক রূপে রক্ষা নাই, যুগল রূপের ঠাঁই,
নাহি ধরে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, যেরূপ মায়ার বলে,
কোটিরূপে বিরাজিত হয়।
এই সে রূপের আদি, অনন্ত মহিমা বাদি,
যুগল রূপেতে উজলয়॥

অপরূপ মনোহর, হেরি শ্যাম কলেবর,
নবজলধর জ্যোতি তায়।
কোটি চন্দ্র জিনি শোভা, শ্রীমতী বরণ আভা,
শ্যাম বামে আরো শোভা পায়॥
যাহারে দেখিতে চায়, নয়ন বাঁধিয়া যায়,
ফিরে নাহি ধায় অন্য পানে।
যদি দেখে শ্যাম চাঁদে, পড়ে যায় সেই ফাঁদে,
আর নাহি চায় রাধা পানে॥
কেবল আলোক প্রায়, শ্যাম বামে দীপ্তি পায়,
এইরূপ হয় তব মনে।
রাধা মুখ নিরখিতে, ভুলে যায় জন্ম মতে,
স্থির হয়ে কৃষ্ণ সুধা পানে॥
রাধা পানে যদি চায়, দুই হস্ত নেত্রে দেয়,
তবে দেখে কমলা বদন।
কমলা এ মর্ত্ত্যধামে, আবির্ভূতা রাধা নামে,
জ্যোতি তাঁর ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
রাধা রূপ নেহারিলে, নীলকান্তে যায় ভুলে,
এ যে রূপ রূপের ঈশ্বরী।
পদ নখ শশী তাঁর, কমল—চরণাধার,
রূপ তাঁর, বিশ্ব মুগ্ধকরী॥
ভক্তের বাসনা জানি, তাই কৃষ্ণ কমলিনী,
আধা রাধা আধা বংশীধারী।
দুইরূপ এক হয়ে, ভক্ত বাঞ্ছা পূরাইয়ে,
ভক্তাধীন দেখালেন হরি॥

দেবগণের আগমন।

প্রকৃতি আনন্দ ভরে, লইয়া জগদীশ্বরে,
বৃন্দাবন আজি শোভমান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, হেরিতে সে চন্দ্রানন,
ধরা ধামে হ'লো দীপ্তিমান॥
ছাইল বিমান পথ, আলোকে উজিল রথ,
জ্যোতির্ম্ময় মূরতি সুন্দর।
নবোদিত দিনকর, শতপূর্ণ-শশধর,
চারিদিকে অতি মনোহর॥
নামিল দেবেন্দ্র লয়ে, যত দেব, সবিস্ময়ে,
করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়ায়।
বহিল মন্দার বায়, স্বর্গ যাহে মুগ্ধ পায়,
মর্ত্ত্য যেন হলো স্বর্গ প্রায়॥
কর যোড় করি তারা, বলে মাগো মাগো তারা,
আজি একি অপরূপ হেরি।
আধা রাধা আধা হরি, কিছু গো বুঝিতে নারি,
কার মন তুষিলে শঙ্করি!
আমরা চরণ দাস, পূরালে কি মন আশ,
বুঝিলাম মাগো তোর মন।
যেই রাধা সেই হরি, সেই গো তুমি শঙ্করী,
দেখে ভ্রম ঘুচিল এখন॥
তুমি মা প্রলয়কালে, ভাসিয়াছিলে গো জলে,
অনন্তরূপিণী মহামায়া॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তব, সৃজিলে নিজ প্রভাবে,
তিন গুণ প্রভেদ করিয়া॥
সত্ব রজ তম তবে, তিনরূপ ধরি ভবে,
মহাতপে আবিষ্ট হইল।
তুমি তবে মহামায়া, ধরিয়া গো শব কায়া,
পচা গন্ধে করিলে বিকল॥
পচা গন্ধ পেয়ে হায়, বিষ্ণু তবে উঠি যায়,
বিধিও ফিরান তাঁর মুখ।
মহেশ্বর পেয়ে ঠাঁই, মহা সুখ গণি তাই,
সুখে বসে না হয়ে বিমুখ॥
পরম পুরুষ তিনি, পরমা প্রকৃতি তুমি,
তোমা হতে উদ্ভব সকল।
স্থল জল তবে করি, ওগো মা তুমি শঙ্করী,
স্বর্গ মর্ত্ত সৃজ রসাতল॥
তোমার বিভূতি যত, প্রকাশিলে বিশেষত,
সুষমা সৌন্দর্য্যে সাজাইয়ে।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণে, দিলে জ্যোতি ফুল্লমনে,
দিলে বল প্রভঞ্জনে লয়ে॥
অগ্নিতে যে তেজ তব, দিয়াছ তা কিবা কব,
তুমি জান তোমার সৃজন।
আমরা মা বলি তোরে, পূজি কত জোড় করে,
সন্তানে মা ক'রনা হেলন॥
ছিলে শ্যামা হ'লে শ্যাম, শিবেরে লইলে বাম,
করি রাই তাঁহারে তুষিলে।

কে বুঝে তোমার মায়া, কভু পতি কভু জায়া,
নাহি পাই জ্ঞান বুদ্ধি কোলে॥
যেরূপ ধরনা কেন, দেখ মা সন্তানে যেন,
নাহি ক'র বঞ্চনা কখন।
তোমার চরণদ্বয়, দেখ যেন এ হৃদয়,
নাহি ভুলে ত্যজিয়া জীবন॥

মুলতানী—জলদ একতালা।

প্রাণ গারে! মন গারে।
নেহারি এ হেন, যুগল মিলন,
যাহা না স্বর্গে হেরে॥
বল হরি, রাধা হরি,
গা রসনা হৃদয় ভরি,
ধরা পুরী স্বর্গ পুরী পাবি একাধারে।
ভাসিবি সুধা-সাগরে, ধরিবি হৃদে তারে॥

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

